www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৫ শ্রাবণ – ১১ শ্রাবণ, ১৪২৪ ঃ ২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 39, 22 July - 28 July, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে

২৪শে জুলাই, বিকেল ৩টে

বিশাল জনসভা

প্রধান বক্তা

অভিষেক ব্যানার্জী

সাংসদ ঃ ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র

সভাপতি ঃ সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস

: স্থান :

বাওয়ালী চিড়িয়াখানা বাগান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

–: সৌজন্যে :–

বুচান ব্যানার্জী

কার্যকরী সভাপতি ঃ বজবজ–২নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস

রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগে ৬৫৬২ স্টাফ নার্স

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬,৫৬২ জন নার্স নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং সার্ভিসে, স্টাফ নার্স গ্রেড–টু পদে। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং ডিগ্রি এবং পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শূন্যপদ : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জিএনএম) : ৪,১৭৮টি (সাধারণ ১২৩৭, তফসিলি জাতি ১৩২৬, তফসিলি উপজাতি ৩৬৭, বিসি–এ ৭৪৪, বিসি–বি ২৬০, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২৪৪)।

বেসিক বিএসসি (নার্সিং) : ২,১৯২টি (সাধারণ ৬২৮, তফসিলি জাতি ৬৭৫, তফসিলি উপজাতি ১৯৮, বিসি–এ ৩৯৩, বিসি–বি ১৭৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১২১)। পোস্ট বেসিক বি এসসি (নার্সিং) : ১৯২টি (সাধারণ ৮২, তফসিলি জাতি ৪৯, তফসিলি উপজাতি ১৪, বিসি–এ ২৫, বিসি–বি ১৫, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৭)। সব ক্ষেত্রেই ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। এই নিয়োগের অ্যাব্রিজড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/SN/39(1)/1/2017.

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩১ জুলাই রাত ৮টা পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in

ফি বাবদ ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে দিতে হবে ১৬০ টাকা। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেমে (জিআরআইপিএস) অংশগ্রহণকারী যে–কোনও ব্যাঙ্কের শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। এই নিয়োগ–সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

আইবিপিএস : এখনই আবেদন করা যাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের যোগ্যতামান যাচাইয়ের আসন্ন পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইন দরখাস্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। এই পরীক্ষা নেয় ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। দরখাস্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আগ্রহীরা নজর রাখতে পারেন আইবিপিএসের এই ওয়েবসাইটে : www.ibps.in

কবে কোন পরীক্ষা

ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ড্যান্ট (নন–মেডিক্যাল) পদে নিয়োগের ইন্টার ভিউ লেটার ডাউনলোড করা যাচ্ছে এই ওয়েবসাইটে থেকে : www.wbhrb.in খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

২০০ ওবিসি তরুণ–তরুণীকে নিখরচায় পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি প্রকল্পে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র পরিবারের ২০০ তরুণ–তরুণীকে নিখরচায় পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৩ মাসের প্রশিক্ষণ আয়োজিত হবে নদিয়ার তেহট্ট ও উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরে। জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায় প্রশিক্ষণ দেবে দিশা অ্যাকাডেমি। অন্তত ক্লাস ফাইভ পাশ হলেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। ১–৭–২০১৭ তারিখে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ খেতে ৪০ বছরের মধ্যে।

প্রশিক্ষণ নেওয়ারে জন্য কোনও ফি লাগবে না। শুধু ওবিসি সম্প্রদায়ের তরুণ–তরুণীরাই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন।

আগ্রহীরা জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমকে (এনবিসিএফডিসি) উদ্দিষ্ট করে সাদা কাগজে আবেদন করবেন। আবেদনপত্রে নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বার্ষিক পারিবারিক আয় উল্লেখ করবেন।

আবেদনপত্রের সঙ্গে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ওবিসি সার্টিফিকেট, ভোটার বা আধার কার্ড এবং বার্ষিক পারিবাচরক আয়ের সার্টিফিকেট নকল ও ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো গেঁথে দেবেন।

৩১ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : দিশা অ্যাকাডেমি, ১০১, মাদুরদহ, কালিকাপুর, কলকাতা–৭০০ ১০৭। ফোন : ৭৯৮০২–৫০১৪১, ৮০১৭০–৯২০২৯।

নিখরচায় ব্যবসার প্রশিক্ষণ : আবেদনের সময়সীমা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদের বিনা খরচে ব্যবসার প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়াল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (ইডিআই)। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রকল্প অনুসারে ৪ সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ দেবে ইডিআই। একযোগে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে–কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাধারীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, আইবি–১৯৪, সেক্টর–থ্রি, সল্টলেক (কলম্বিয়া–এশিয়া হসপিটালের পাশে), কলকাতা–৭০০ ১০৬। ফোন : ২৩৩৫ ৭২৫৮, ২৩৩৫ ৭৬৮১। ওয়েবসাইট : www.edikolkata.org

সরকারি গবেষণা সংস্থায় সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯৯ জন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন (এনটিআরও)। ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার শাখায় নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে 'এন টিআর ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সামিনেশন ২০১৭'–র মাধ্যমে।

শাখা অনুসারে শূন্যপদ : ইলেক্ট্রনিক্স : ৬০টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৪)। এর মধ্যে অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্যতম বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স নিয়ে বিএসসি ডিগ্রি, অথবা ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের মধ্যে কোনও একটি শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত টেকনিক্যাল প্রফিশিয়েন্সি সার্টিফিকেট। কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে।

কম্পিউটার সায়েন্স : ৩৯টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্যতম বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স বা ফিসিক্স নিয়ে বিএসসি ডিগ্রি, অথবা কম্পিটশর অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি, অথবা কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজির মধ্যে কোনও একটি শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা অথবা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত টেকনিক্যাল প্রফিশিয়েন্সি সার্টিফিকেট। বয়স : সব ক্ষেত্রেই ৪–৮–২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। গ্রেড পে, ৪,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১৯ ও ২০ আগস্ট। কম্পিউটার–ভিত্তিক পরীক্ষায় শাখা অনুসারে ১০০টি প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ৪। সময় ২ ঘন্টা। প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট শাখার বিষয় ছাড়াও প্রশ্ন হবে জেনারেল সায়েন্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ও রিজনিং বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ৪ আগস্টের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://ntrorectt.in অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে ফটো, সই ও এইসব সার্টিফিকেটের ডিজিটাল ফাইল : মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, ব্যাচেলার্স ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার ফাইনাল মার্কশিট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তফসিলি বা ওবিসি সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের ক্ষেত্রে নো–অবজেকশন সার্টিফিকেট ও ডিক্লেয়ারেশন (প্রতিটি ১২০–১৫০ কেবি)। রঙিন ফটোর ফাইল সাইজ ২০–৪০ কেবি এবং সইয়ের ফাইল সাইজ ১০–২০ কেবি–র মধ্যে হতে হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

অয়েল ইন্ডিয়ায় চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র অফিসার এবং সিনিয়র কেমিস্ট পদে ৪০ জন কর্মী নেবে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড। নিয়োগ করা হবে গ্রেড 'সি' ক্যাটেগরিতে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : EX RECT/2017/GR.C.

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট কোড DR : 01 : সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার–ড্রিলিং : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক।

পোস্ট কোড PL: 01 : সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পাইপলাইন : ৪সটি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। অটোমেশন, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ম্যানুফ্যাকচারিং, পাওয়ার, প্রোডাকশন, মাইনিং এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকরা আবেদন করবেন না।

পোস্ট কোড PD:01 : সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল বা পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, অটোমেশন, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ম্যানুফ্যাকচারিং, পাওয়ার, প্রোডাকশন, মাইনিং এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকরা আবেদন করবেন না।

পোস্ট কোড CH:01 : সিনিয়র কেমিস্ট/সিনিয়র রিচার্চ সায়েন্টিস্ট : ৫টি (সাধারণ ৩, তপসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তরে ফিজিক্স, এবং ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে।

পোস্ট কোড HR : 01 : সিনিয়র অফিসার–হিউম্যান রিসোর্স : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

পোস্ট কোড IT:01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আই টি/ইআরপি : ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে স্নাতক।

পোস্ট কোড ECE:01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার–টেলিকম/ইনস্ট্রুমেন্টেশন : ৬টি

কাজের খবর

(সাধারণ ৪, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা হেলথ সেফটি অ্যান্ড এনভায়য়রনমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

সব কটি পদের ক্ষেত্রেই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) স্তরে ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১২–৮–২০১৭ তারিখে ৩২ বছরের (স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৩৪ বছরের) মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩২,৯০০–৫৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.oilindia.com অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে, ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালিতে করা সই (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং জেপিজি বা জেপেগ বা পিডিএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রয়োজনীয় নথিপত্র (প্রতিটি ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদনের সময় প্রথমে রেজিস্ট্রেশনের পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, লগ–ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদন সাবমিট করার ২৪ ঘন্টা পর ফের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২০.০৭.২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি অদ্য হইতে শাহজাদা (SHAHZADA)–র পরিবর্তে শাহজাদা আনসারি (SHAHZADA ANSARI) নামে পরিচিত হইলাম। শাহজাদা ও শাহজাদা আনসারি এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

শাহজাদা আনসারি
জেড৩/২৩৮/১০৩, বাগদীপাড়া রোড, থানা–নাদিয়াল, কলকাতা–৭০০ ০৪৪

আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৭.০৯.২০১০ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমার আসল নাম রূপা ঘোষ এবং আমার ডাক নাম মাধবী ঘোষ। রূপা ঘোষ ও মাধবী ঘোষ এক ও অদ্বিতীয় বক্তি।

রূপা ঘোষ
সোনামুখি সরদার পাড়া
মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Government of West Bengal
Office of the Child Development Project Officer
Sonarpur ICDS Project, South

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি
(বিজ্ঞপ্তি নং–T/01/ICDS/SONA dt 18.07.17)

সোনারপুর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবাপ্রকল্পের অন্তর্গত ৫১০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য চাল, ডাল, তেল, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুদামজাত করার জন্য এবং উক্ত খাদ্য–সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুদাম থেকে ৫১০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সরবরাহ করার জন্য বিশ্বস্ত এবং সম্যক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যবসায়ী, সমবায় সমিতি প্রভৃতির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

দরপত্র সংক্রান্ত 'ফর্ম ও শর্তাবলী' সি. ডি. পি. ও., সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার করণ/কার্য্যালয় থেকে আগামী ০২.০৮.২০১৭ থেকে ২১.০৮.২০১৭ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত কেবলমাত্র অফিস দিনগুলিতে বিতরণ করা হবে।

পূরণ করা দরপত্র বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে সোনারপুর আই. সি. ডি. এস. নামাঙ্কিত টেণ্ডার বক্সে ২২–০৮–২০১৭ তারিখ বেলা ১১টা থেকে ২টো পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

দরপত্র খোলা এবং তৎসংক্রান্ত সভা ২২–০৮–২০১৭ তারিখ বেলা ৩টের সময় বারুইপুর মহকুমা শাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

তাপস কুমার দাস
১৮/০৭/২০১৭
প্রকল্প আধিকারিক
সোনারপুর আই.সি.ডি.এস প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৯৯৬(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগণা/২০.০৭.২০১৭

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০১৭

মেষ: স্থান পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। অন্যের কথায় রাগ হয়ে যাবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। কর্মস্থলে শুভ হবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। আয় ভালই হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে আপনার ক্ষতি করার জন্য। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রযেছে। সুন্দর মানসিকতার জন্য সুনাম পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

মিথুন: একদিকে যেমন আপনি সুনাম, যশ বজায় রাখতে পারবেন, তেমনি অন্যদিকে পরিবেশের মধ্যেই প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

কর্কট: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক অসাধ্য কাজ আপনি অতি সহজেই করে ফেলতে পারবেন। ধর্মীয় বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। শিক্ষায় শুভ ফলের আশা করা যায়। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। নতুন কর্মলাভ অথবা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: শিক্ষায় অশুভের মধ্যেও শুভ হবে। আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সৎগুরু লাভের যোগ রয়েছে , লেখাপড়ায় শুভ হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ দেখা যায়।

তুলা: পূর্বের দায়িত্বমূলক কাজগুলি এখন করতে পারেন। সফলতা পাবেন, গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ ও গৃহে শুভানুষ্ঠানেরও যোগ রয়েছে। বন্ধু বা মাতৃস্থানীয়ার যথেষ্ঠ সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

বৃশ্চিক: স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। আয় আগের তুলনায় বাড়বে দায়িত্বমূলক কাজে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। ধর্মের বিষয়ে উন্নতি হবে। এই সময় দীক্ষা নিলে শুভ হবে। কর্মস্থলে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে।

ধনু: আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। বিবাদ–বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। কর্মস্থলে কোনও না কোনও সমস্যা থাকবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুঝে চলবেন।

মকর: ধীরে ধীরে সময়টি ভাল আসছে, ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। তবে আয় সামান্য বাড়বে। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় ফল লাভ হবে।

কুম্ভ: নতুন বন্ধু লাভ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পড়ে গিয়ে রক্তপাতের যোগ রয়েছে।

মীন: বুদ্ধি করে চলতে পারলে ভালই ফল পাবেন। শুভ কাজে অর্থ ব্যয়। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলে বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে গোলযোগ দেখা দেবে।

শব্দবার্তা ৩৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। উঁচুদরের ৩। রানি বা মেগম অভিমানিনী হয়ে যে কক্ষে থাকেন ৬। জোর গোলমাল ৮। পুষ্পরস ১০। বৃহদাকার ছুরি ১২। উত্তরণ ১৩। কেবল খসড়া প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত ১৫। এক ভ্রমণকেন্দ্র ১৬। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সরকার যা দিয়ে সন্মানিত করে ১৭। শেষতম।

উপর–নীচ

২। ক্ষীরের সন্দেশ বিশেষ ৪। বিয়ের বাদ্য ৫। নিয়ম, ধারা ৭। কর্ণের পত্নী ৯। মোটা স্ত্রীলোক ১০। শুকানো খেজুর ১১। অবনতি, হ্রাস ১২। তাড়িখানা ১৪। শাস্ত্রসংগত বিচার ও সিদ্ধান্ত ১৫। কথাবার্তা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৮

পাশাপাশি : ১। প্রতিবোধন — ৬। ধানী ৭। তরতম ৯। ঘটিরাম ১১। নোলা ১২। আলো ১৩। ভাতকাপড় — ৫। বস্তা

উপর–নীচ : ২। তিলকমাটি ৩। নবনীত ৪। নবতম ৮। তপনতাপ ৯। ঘটকালি ১০। মনোলোভা।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৫ শ্রাবণ – ১১ শ্রাবণ, ১৪২৪ ঃ ২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 39, 22 July - 28 July, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রতিদিন নতুন নতুন মাত্রা পাচ্ছে সন্ত্রাস। এবার

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা কক্ষে এক বিধায়কের আসনের তলা থেকে মিলল মারাত্মক বিস্ফোরক। নিরাপত্তার আটোসাঁটো বলয় ভেদ করে কিভাবে প্রবেশ করল বিস্ফোরক সাদা পাউডার তার তদন্তে নেমেছে এনআইএ।

রবিবার : অমরনাথ কান্ডে তদন্ত করতে গিয়ে ধরা পড়লেন

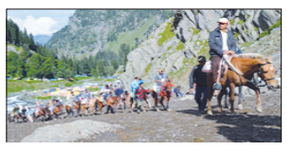

এক বিধায়কের গাড়ি চালক তৌসিক আহমেদ। পুলিশের দাবি কাশ্মীর পুলিশের এই কর্মী জঙ্গিদের সাহায্য করেছিলেন। বিধায়ক ইজাজ মিরকেও জেরা করা হতে পারে।

সোমবার : নতুন অ্যাপ টিএমএস বা টাস্ক ম্যানেজমেন্ট

সিস্টেম কলকাতা পুলিশের জন্য। পরীক্ষামূলকভাবে ওয়াটগঞ্জে ব্যবহৃত হচ্ছে। সফল হলে সারা কলকাতা জুড়ে এই অ্যাপ ব্যবহার করবেন পুলিশ কর্মীরা। কোনও গণ্ডগোল বাড়তে দেওয়ার আগেই খবর পৌঁছে যাবে। আসবে ফোর্স।

মঙ্গলবার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য বাছার

সার্চ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি বেছে দেওয়া হয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে। সেনেটের সম্মতি ছাড়া শিক্ষা দফতরের এই নিয়মবহির্ভূত দাদাগিরিতে তৈরি হয়েছে জটিলতা।

বুধবার : শুধু সংবাদ মাধ্যমের ছবি বা সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে

অযথা হৈচৈ না করে গো-রক্ষার নামে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্টভাবে এফআইআর করতে হবে বলে জানিয়ে দিল কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার : পাহাড়ে অশান্তি চলছেই। এবার শেষ হয়ে গেল

প্রাচীন রাজরাজেশ্বরী হল। এর আগে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল 'হেরিটেজ' কার্শিয়াং স্টেশন। এখনও সবাই নীরব। হায় বাংলার প্রশাসন।

শুক্রবার : প্রায় ৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে

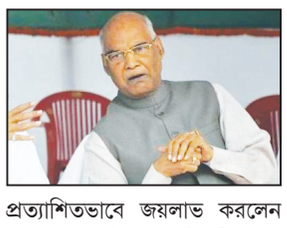

প্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করলেন শাসক জোটের প্রার্থী বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল রামনাথ কোবিন্দ। দেশের ১৪তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেবেন তিনি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ব্যাক স্ট্রোক — ওঙ্কার মিত্র

মাত্র দুটি ঘৃণা বদলে দিতে পারে ভারতকে

এদেশের রাজনীতিকদের হাতে সাফল্যের এক মহামন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে ব্রিটিশরা। সেটি হল হিন্দু-মুসলমান। দিনে যতবার এই মহামন্ত্র জপ করা যাবে ততগুণ বাড়বে ভোট। ফলে উৎসবে হোক, উন্নয়নে হোক, ভাতা বন্টনে হোক নিষ্ঠাভারে এই মন্ত্র আওড়ালেই বিস্তর লাভ। একমাত্র এই শব্দবন্ধেই ভারতবাসী রক্তের স্বাদ পায়, মাতাল হয়ে ওঠে। এই মন্ত্রেই ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ক্ষুধা, বঞ্চনা, শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়া যায়।

দেশের রাজনীতিকরা গত একবছর ধরে কত অগুন্তি মঞ্চে গলা ফাটিয়েছেন, মানুষের জন্য কেঁদে ভাসিয়েছেন, সংসদ তোলপাড় করেছেন শাসক বিরোধী তরজায়। কিন্তু একবারও বলতে শুনেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের ২০১৬ সালের রিপোর্টে মানব কল্যাণ র‍্যাঙ্কিং-এ একধাপ পিছিয়ে পড়েছে ভারত। ১৮৮টি দেশের মধ্যে ১৩০ থেকে নেমে ভারতের স্থান এখন ১৩১। এত উন্নয়নের ফিরিস্তি সত্ত্বেও মাঝারি মাপের মানব উন্নয়নে ভারত এখন দক্ষিণ এশিয়ায় কঙ্গো, নামিবিয়া এবং পাকিস্তানের শরিক। শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপও এগিয়ে রয়েছে ভারতের থেকে। পৃথিবীতে তাদের স্থান যথাক্রমে ৭৩ এবং ১০৫। সবচেয়ে উপরে থাকা তিনটি দেশ নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া এবং সুইটজারল্যান্ডের মানব উন্নয়ন সূচক যেখানে যথাক্রমে ০.৯৪৯, ০.৯৩৯ এবং ০.৯৩৯ সেখানে ভারতের বর্তমান সূচক ০.৬২৪। জেনে রাখা দরকার এই সূচক নির্ভর করে দেশবাসীর সুস্থ দীর্ঘ জীবন, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর। এদেশের রাজনীতিকদের বড় বড় বুলি আওড়ানোর পরেও এই তিন ক্ষেত্রেই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে ভারত। আর এই ব্যর্থতা চাপা দিতে সেই মহামন্ত্রের প্রচার এখন সর্বত্র।

ব্যর্থতার মূল কারণগুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্যে এখনও বহু পিছিয়ে ভারত। জিডিপি-র মাত্র ১.৪ শতাংশ খরচ করা হয় এদেশে। দেশের কয়েকটি পরিবার ও রাজনীতিকদের ধনসম্পত্তি বাড়লেও এখনও ১০০ শতাংশ গ্রামে পানীয় জল, শৌচালয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করলেও প্রত্যেকটি রাজ্যে বাস্তবায়ন সমান নয়। এখনও এদেশে শিক্ষার বাইরে রয়েছে বহু শতাংশ মানুষ। স্কুল ছুটের সংখ্যাও কমে নি উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। যে উন্নয়নে সূচক বাড়বে সেই উন্নয়নে উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমানভাবে থাকতে হবে দলিত, তফশিল ও মহিলাদের অংশগ্রহণ। আজও ভারতের ৩০ শতাংশ কন্যার পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যু হয়। ফলে উন্নয়ন সূচকে বর্তমানে পুরুষদের থেকে ২০ শতাংশ পিছিয়ে আছে মহিলারা। জীবন ধারণের মান্নোয়নে প্রয়োজন দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি। এখানেও টেনে হিঁচড়ে সূচককে নামিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন বাড়তে থাকা বেকারি।

মানব উন্নয়ন সূচক বৃদ্ধিতে ভারতের ভূমিকা আসলে দ্বিচারিতায় ভরা। ১৯৯০ সালে ভারতের সূচক ছিল ০.৪২৮। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ০.৬২৪। মূলত অটলবিহারী বাজপেয়ী ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ করতে শুরু করে যাতে উন্নয়নের সূচক উঠতে শুরু করে।

এরপর তিনের পাতায়

বিজেপি ভারত ছাড়ো : মমতা

কুনাল মালিক : লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশে কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতকে বিজেপি মুক্ত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। বিজেপিকে রুখতে ভারতবর্ষের যে সব রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রী লড়াই করছেন তিনি তাঁদের সঙ্গে আছেন। আগামী ৯-৩০ আগস্ট পর্যন্ত বাংলায় 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' শীর্ষক কর্মসূচি পালন করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের আদেশ দেন। ৯ আগস্ট শহিদ দিবসে ওই কর্মসূচির সূচনা করবেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দুপুর ১-১৫ মিনিট নাগাদ সভায় উপস্থিত হন। মঞ্চে তখন এক ঝাঁক রাজনৈতিক তথা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্রীড়া জগতের নক্ষত্রেরা আলো করে বসে আছেন। সভার সভাপতি সুব্রত বক্সী জানিয়ে দেন অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার তৃণমূলে যোগদান করছেন। নচিকেতার গানের পর বক্তব্য শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়েই ছিল বিজেপি তথা ''মোদিবাবুর'' সরকারকে তুলোধোনা করার 'তথ্য' তথা 'তত্ত্ব'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজস্থান, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে ভুরি ভুরি দুর্নীতি হলেও সিবিআই, ইডি চুপ করে থাকে। আর এখানে নারদা-সারদার ভয় দেখানো হচ্ছে। নোটবন্দী নিয়ে কথা বললেই তৃণমূলের 'কণ্ঠরোধ' করার চক্রান্ত হয়। তিনি বলেন, যতই সারদা-নারদা হোক ১৯ সালে 'বড়দা' (মোদি) বিদায় নেবেন। তিনি বলেন এখানে বিজেপি ও সিপিএম দাঙ্গা ফাসাদ করার চক্রান্ত করছে। তিনি বলেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিল্প, চাকরি, ব্যাঙ্ক সর্বত্রই জিডিপি গ্রোথ হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ ভারত সরকার ব্যর্থ। সারা দেশে ১২ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। দাঙ্গা রুখতে সমাজের সব স্তরের মানুষকে সজাগ হতে বলেন। তিনি বলেন দাঙ্গা রুখতে গুজবের কান টেনে ধরুন। মমতা এদিনের জনসভায় ঘোষণা করেন আগামী বছর শহিদ দিবস ২৫ বছরে পদার্পণ করবে। আগামী বছর ওই দিনটি ''অঙ্গীকার দিবস'' হিসাবে পালিত হবে।

ভুয়ো পরিচয়পত্রের রমরমা কারবার, পুলিশ নির্বিকার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : খালি চোখে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। হুবহু একই রকম। আসল-নকলে কোনও ভেদ নেই। এভাবেই উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা জুড়ে চলছে নকল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও রেশন কার্ডের রমরমা কারবার। নামমাত্র খরচে মিলছে এইসব নকল কার্ডগুলি। ভোটার কার্ড পিছু দু'হাজার টাকা, আধার কার্ড পিছু এক হাজার টাকা, প্যান কার্ড পিছু দেড় হাজার টাকা ও রেশন কার্ড পিছু পাঁচশ টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে এরকমই তথ্য। স্থানীয়রা জানান, বাংলাদেশ লাগোয়া এই জেলার প্রায় এক হাজার কিমি সীমানায় কোনও কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় সীমানা টপকে সহজেই ভারতে অনুপ্রবেশ সম্ভব।

এছাড়াও দালাল মারফত বহু বাংলদেশী চোরাপথে এদেশে ঢোকেন। তারপর দালালদের হাত ধরেই তারা পৌঁছে যান এই জাল কারবারি চক্রের কাছে। এবং সামান্য টাকায় বিনিময়ে পেয়ে যান ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও রেশন কার্ড। এভাবেই এদেশে স্থায়ী বসবাসের অনুমোদন লাভ করেন। সাম্প্রতিক বাদুড়িয়া, বসিরহাট কান্ডের পর ব্যাপক তৎপর হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চালানো হয় কঠোর নজরদারি ও পুলিশি অভিযান। এই নজরদারির সুবাদেই সম্প্রতি পুলিশ হদিশ পেল এরকমই এক চক্রের।

অভিযান চালিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে তপন রায়, শুভ বিশ্বাস ও নরেন রায় তিন ব্যক্তিকে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ প্রথমে গ্রেফতার করেছে তপন রায় ও শুভ বিশ্বাসকে। পুলিশ জানায়, ধৃত তপন মূলতঃ কাঠ ব্যবসায়ী। তারই বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়ে এই চক্রটি প্রায় বছরখানেক ধরে এই কারবার চালাচ্ছিল রমরমিয়ে। প্রতি মাসে ভাড়া বাবদ পাঁচ হাজার

উত্তর ২৪ পরগনা

টাকা করে দেওয়া হত তপনবাবুকে। শুভর বাড়ি মছলন্দপুরের সাদপুরে। শুভকে জেরা করেই এই চক্রের মূল পান্ডা নরেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর স্টেশন এলাকা থেকে নরেনকে ধরা হয় বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ এও জানায়, নরেন থাকত বারাসতে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁর এসডিপিও অনিল রায় ঘটনার তদন্তে গাইঘাটায় যান। অভিজিতবাবু বলেন 'ভুয়ো নথিপত্রের মাধ্যমে চক্রটি জাল ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি তৈরি করে সেগুলি মোটা টাকায় বিক্রি করা হত। তবে তা মূলতঃ বালাদেশিদের কাছে বিক্রি করা হত।' ধৃতদের জেরা করে এই চক্রে আরও কারা জড়িত আছে, তাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে আধার কার্ড করাতে আসা এক বাংলাদেশি মহিলাকেও আটক করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এলাকার কিছু প্রভাবশালী মানুষ হাত করেছিল শুভ। যার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিও আছেন। এই চক্রটি এলাকায় বেআইনী সুদের কারবারও চালাত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ এদেশের বেশ কিছু ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড সহ জন্মের শংসাপত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। এমনকি প্রিন্টার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার মেশিন, চোখের মণির ছবি তোলার যন্ত্র, বায়োমেট্রিক মেশিন, জেরক্স প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। পাশাপাশি স্থানীয় ডুমা, চাঁদপাড়া, শিমূলপুর, পৃথিবা, মছলন্দপুর-২, ইছাপুর-২, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের জাল স্ট্যাম্পও উদ্ধার করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। চক্রটি জাল ভারতীয় টাকাও ছাপত বলে তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান। বাংলাদেশের দালাল চক্রও এই কাজে জড়িত আছে বলে পুলিশ মনে করেছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

'সেফ বকখালি' গড়তে উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের

মেহেবুব গাজি, কাকদ্বীপ : বকখালির পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়াতে এবার একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

গত মঙ্গলবার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ ও হেনরি আইল্যান্ড ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ, সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীমতী পুষ্পা, উপকূলরক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ ঘাঁটির কমান্ড্যান্ট অভিজিৎ দাশগুপ্ত, নামখানার বিডিও রাজীব আহমেদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি।

বিকেলে সবপক্ষকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন জেলা শাসক। উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফ থেকে পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয় কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা প্রস্তাব আকারে জেলা শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এদিন মূলত সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। জেলাশাসক বলেন, 'এদিনের বৈঠক থেকে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দ্রুত তা বাস্তবায়িত করা হবে।'

গত ২৪ জুন বকখালিতে বেড়াতে এসে হেনরি আইল্যান্ডের কাছে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে এক চিকিৎসক সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর পর রাজ্য প্রশাসন নিরাপত্তা নিয়ে নড়েচড়ে বসে। এই দুর্ঘটনা ছাড়াও গত দু'বছরে বকখালিতে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। সমুদ্রতটে পুলিশ থাকলেও তা যথেষ্ট নয় বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে। এরপর নবান্নে তলব করা হয় স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের। নবান্ন থেকে জেলাশাসককে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উপকূলরক্ষী বাহিনীর দেওয়া প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য এদিন জেলাশাসক বকখালি চলে আসেন।

নিরাপত্তার নানা ব্যবস্থা

- পর্যটকদের জোয়ার-ভাঁটার সময় সতর্ক করার জন্য সাইরেন বাজানো হবে ও মাইক দিয়ে প্রচার করা হবে।
- তটজুড়ে থাকবে সিসি ক্যামেরা।
- সমুদ্রতটে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা পায়ে হেঁটে ও সাইকেলে চেপে পেট্রলিং করবে। তাদের কাছে থাকবে ওয়াকিটকি ও রাতের জন্য আধুনিক টর্চ।
- রাখা হবে হাওড়া দিয়ে ফোলানো স্পিডবোট।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি আরও নজরদারির জন্য ওয়াচটাওয়ার তৈরি করা হবে। সেখানে থাকবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বাইনোকুলার।
- সমুদ্রের স্নান করার জন্য ৩ কিমি এলাকা চিহ্নিত করে ঘিরে দেওয়া হবে।

শম্ভুনাথ পড়ে রয়েছে সেই তিমিরেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ক্ষমতায় আসায় পর থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকারের তালিকায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যখন তখন পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা, হাসপাতাল ভবনগুলির সংস্কার, প্রবেশদ্বার বদলে ফেলা, রোগীর পরিবারের জন্য রাত্রিযাপনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এই ব্যবস্থাকে স্মার্ট করার। শুধু কলকাতায় নয় জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তিনি চেষ্টা করছেন কলকাতার উপর চাপ কমাতে। এতকিছুর পরও কিন্তু চিকিৎসার পরিস্থিতি খুব একটা বদলায় নি। বাইরের খোল-নলচে বদলালেও অন্দরের ছবিটা এখনও কেমন ফ্যাকাসেই রয়ে যাচ্ছে। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ খোদ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত প্রাচীন শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল। বাম আমলেও এর কদর ছিল না খুব একটা। এই আমলেও দুয়োরাণী হয়ে পড়ে রয়েছে শম্ভুনাথ হাসপাতাল।

মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে, এমনকি তাঁর বাসভবনের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে এক হাড় সরে যাওয়া রোগীর সঙ্গে গত জুন মাসের কয়েকটা দিন কাটানোর সুযোগ হয়েছিল এই প্রতিবেদকের। কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা বলছে কাছাকাছি অবস্থিত এসএসকেএম আর শম্ভুনাথের দূরত্ব যেন কয়েক সহস্র বছরের। শহরের বাবু কালচারের ভবানীপুরের এলগিন রোডের ধারে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল যেন প্রদীপের নিচে প্রগাঢ় অন্ধকার। এসএসকেএম-এ ঢুকলে যেমন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যস্ত সমস্ত মুখচ্ছবিটা ফুটে ওঠে এখানে ঠিক উলটো। কেমন যেন স্যাতস্যাঁতে ঠান্ডা আবহাওয়া। কেন? এক কর্মীর কথায় আরে মশাই এখানে রোগী আসবে কেন বলুন তো? কি ব্যবস্থা আছে এখানে? সত্যিই তাই একজন রোগীকে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য আনতে হয় এসএসকেএম-এ যা এসএসকেএমের চাপ আরও বাইরে দেয়, কারণ বিভিন্ন জেলা থেকে হরদম রেফার করা হয় এসএসকেএমেই। আত্মীয়রা কোলে কাঁধে করে নিয়ে ওঠাচ্ছেন অ্যাম্বুলেন্সে। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও তথৈবচ। সেখানেও স্ট্রেচার বার করতে কর্মীদের অনীহা। ক্যানিং থেকে আসা এক রোগীর কাকুতি মিনতিতেও বেরলো না স্ট্রেচার। এমন কি চারটি গাড়ির ড্রাইভার একজন। ফলে বিরক্তি সকলের চোখে মুখে। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা রোগীর প্রিয়জনদের মুখেও একই কথা। তারা বলছেন হাড়ভাঙা রোগীদের টেনে হিচড়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করবার জন্য এসএসকেএমে নিয়ে যেতে হয় তাতে রোগীর আরও কষ্ট

বেড়ে যায়। হার্টের রোগীদেরও একই অবস্থা। হার্ট চেক-আপের জন্য সেই এসএসকেএমই ভরসা। প্রিয়জনরা তাদের প্রিয় দিদির কাছে আবেদন করছেন যেন শম্ভুনাথও হয়ে ওঠে এক আধুনিক আদর্শ হাসপাতাল।

অথচ এ ছবি অনায়াসে বদলানো যায়। শম্ভুনাথকেও অনায়াসে বদলে ফেলা যায় মিনি এসএসকেএম-এ। শুধু দরকার আর একটু যত্নের। বদলে ফেলা প্রবেশদ্বারের মতো কিছু জরুরি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করলেই বদলে যাবে অন্দরমহলও। শহরের কেন্দ্রে থাকা এমন একটি প্রাচীন হাসপাতাল হয়ে উঠতে পারে রোগীর ভরসাস্থল। স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাব্যক্তিরা শম্ভুনাথ পন্ডিত নিয়ে কি ভাবছেন তা জানা নেই সাধারণ মানুষের। তারা চায় এক ছাদের তলায় ন্যায্য মূল্যে সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা। শম্ভুনাথ কবে সেই স্বপ্ন বাস্তব করবে তার অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

নানা সমস্যায় ধুঁকছে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

রিম্পি ঘোষ: পেশাদার, স্থায়ী সার্জেনের অভাবে ধুঁকছে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। এই হাসপাতাল হুগলি জেলার উত্তরপাড়াতে অবস্থিত হলেও এই জেলার রিষড়া, কোন্নগর, ডানকুনি ছাড়াও পাশ্ববর্তী হাওড়া জেলার লিলুয়া, বালি, বেলুড় থেকে প্রচুর রোগী এসে প্রতিদিন এই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। হাসপাতালের নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানান প্রায় ৮ - ৯ একর জমি নিয়ে হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে। হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। দ্বিতল বিশিষ্ট এই হাসপাতালে মোট ওয়ার্ড আছে প্রায় পাঁচটা। এই পাঁচটা ওয়ার্ড হল মেল মেডিসিন, ফিমেল মেডিসিন, মেল সার্জারি, ফিমেল সার্জারি ও প্রসূতি বিভাগ। হাসপাতালে মোট শয্যা আছে প্রায় ২০৪ টি। এই হাসপাতালে শতাধিক রোগী থাকলেও নেই কোন স্থায়ী সার্জেন। গত প্রায় ৬-৮ মাস ধরে একজন সার্জেন এখানে অস্থায়ীভাবে কাজ চালাচ্ছে। দুজন ফিজিশিয়ান আছে। পেশাদার, স্থায়ী সার্জেনের অভাব ছাড়াও রয়েছে কর্মী সমস্যা। প্রায় ৪০ বছর পূর্বেকার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতালে প্রায় ১০৪ জন কর্মী প্রয়োজন।

কিন্তু এই হাসপাতালে প্রায় ৫০-৬০ জন ছাড়া বেশি কর্মী নেই। কোনও কর্মরত ডোম নেই। একজন অবসরপ্রাপ্ত ডোমকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। হাসপাতালের জলে আয়রন রয়েছে। তাই প্রত্যেক ওয়ার্ডে রয়েছে অ্যাকোয়াগার্ড। জলের লাইন ঠিক করার লোক নেই, কোনও প্লাম্বার পাওয়া যায় না। হাসপাতালের বহু জায়গায় দেওয়াল থেকে বৃষ্টির জল পড়ে, জানলায় কাঁচ নেই। হাসপাতালের পেছনে হরিজনপল্লীতে শুয়োর পোষা হয়। শুয়োর মাঝেমধ্যেই হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়ে। হাসপাতালের বাউন্ডারি ওয়ালও অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। হাসপাতালের নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মী জানান, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর ঘাটতি থাকলেও সম্প্রতি গ্রুপ - ডি পদে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তাই কিছু কর্মীকে চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, ''এই মুহূর্তে হাসপাতালে কোনও স্থায়ী সার্জেন নেই। একজন সার্জেন আছেন, কিন্তু তিনি ডেপুটেশনে রয়েছেন। হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা প্রায় ৪৯। কিন্তু হাসপাতালে মোট প্রায় ৮২ জন নার্সের প্রয়োজন। আরও একজন ফিজিশিয়ান সরকার নিয়োগ করলে ভালো হয়। হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী যেখানে রয়েছে প্রায় ৩০ জন সেখানে মোট গ্রুপ - ডি কর্মী প্রয়োজন প্রায় ৯৯ জন। বিভিন্ন টেকনিশিয়ান পদ এখনও পূরণ হয় নি। হাসপাতালে কোনও নিরাপত্তা রক্ষীও নেই।'' হাসপাতালের এই বহুবিধ সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর, পিডব্লুডি বিভাগ ও স্থানীয় বিধায়ককে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। সমস্যা যে তিমিরে থাকার সেই তিমিরেই রয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০১৭

ক্রশ কানেকশন

বিধানসভায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট পর্বে কেন এতটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে? এই প্রশ্নটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেককেই। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিজেপি সমর্থক বা মাতব্বর গোছের তাঁরা নিশ্চয় রাজ্য সভাপতির বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে অক্সিজেন সংগ্রহ করছিলেন। আবার যাঁরা বিজেপির ঘোর বিরোধী তাঁরা অবাক হচ্ছিলেন সীমিত ক্ষমতা নিয়ে দিলীপের এই আস্ফালনে। বস্তুত বিধানসভার লবিতে দাঁড়িয়ে বিজেপি সভাপতি একপ্রকার ঘোষণা করে দিয়েছিলেন প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ভোট তাঁদের ঝুলিতে যেতে চলেছে। তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন শাসক দলের কিছু অন্ধ সমর্থক। আর শাসক শিবিরেরই কিছু রাজনীতি বোঝা লোক প্রমাদ গুণতে শুরু করেছিলেন। অঙ্কের হিসেবে দেখা যাচ্ছিল এই রাজ্যে বিজেপির নিজেদের ৩ ও সহযোগী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ৩ বিধায়ককে নিয়ে ৬ টি ভোট পড়তে চলেছে পদ্মের বাক্সে। অথচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গণনার পর দেখা গেল এই রাজ্য থেকে বাড়তি ৫টি ভোট পেয়েছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, ১০ টি ভোট নষ্টও হয়েছে এবার। এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিএম তথা বামেদের মধ্যে কারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বাকবিতণ্ডা। তৃণমূল দাবি করছে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে কংগ্রেস বা সিপিএমের মতো ক্ষয়িষ্ণু দল। আবার প্রদেশ কংগ্রেস বলছে মীরা কুমার তাঁদের প্রার্থী। সুতরাং বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার প্রশ্নই নেই। তাঁরা এই 'অপকর্ম'র জন্য দায়ী করছেন ঘাসফুল ব্রিগেডকে। সারদা–নারদ থেকে বাঁচতে এও এক গেম প্ল্যান বলে অভিহিত করছেন বিরোধীরা। তাঁরা যে খুব ভুল বলছেন তা নয়। কারণ অতীতে এ রাজ্যে বিজেপির পা রাখা কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরেই। যদিও রাজনীতিতে কে যে কার সঙ্গে থাকে তার ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা সমার্থক। মাত্র বছর খানেক আগে গদির লোভে যাবতীয় ঝগড়া দূরে সরিয়ে জোট গড়েছিল কংগ্রেস ও সিপিএম। তাতে অবশ্য জুটেছে লবডঙ্কা। অতীতে ভিপি সিংকে মাঝে রেখে বাম ও বিজেপির অলিখিত সমঝোতাও প্রত্যক্ষ করেছে ভারতবাসী। এর ওপর ভিত্তি করে রাজনীতির এই ক্রশ কানেকশন চলছে বহুদিন ধরেই। একদা 'বুর্জোয়া' প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাজ্যসভায় পাঠাতে যেভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন বীর কমরেডেরা তা কি এত সহজে ভোলা যায়। ইতিহাস যে ফিরে ফিরে আসে তার নজির গড়ে এবার রাজ্য রাজনীতি দেখল আরেক হাসজারু সমঝোতা। যাতে শামিল হয়েছিলেন অন্তত পক্ষে ১৫ জন (বাতিল ১০টি ভোট নিয়ে) বিধায়ক। পরিশেষে বলা যায় রাজ্য রাজনীতিতে ক্রশ কানেকশন চলছে, চলবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

জনন্যা বর্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোহধমস্তান পরিত্যজেৎ।।
এষামর্থে মহোশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্মো হ্যেষ সনাতনঃ।।

পিতামাতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

ন ভা,ন্তাড়য়েৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেহপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।।
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশ্যেৎ।

দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান অন্যথা নারকী ভবেৎ।।
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্তিয়ং শৌর্যং ন দর্শয়েৎ।।
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান নাপিয়ং কচ্চিদাচরেৎ।।
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্যা পতিব্রতা।
সর্বো ধর্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ।।

ভার্যার প্রতিও গৃহস্থের অনুরূপ কর্তব্য আছেঃ গৃহী ব্যক্তি পত্নীকে কখনো তাড়ানা করিবে না, তাঁহাকে সর্বদা মাতৃবৎ পালন করিবে, আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয়।প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জনে শয়ন বা বাস করিবেন না, স্ত্রীলোকের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেন, কখনো তাঁহার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয়আচরণ করিবেন না। হে পার্বতি, যে ব্যক্তির উপর পতিব্রতা ভার্যা তুষ্ট থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ করিয়াছেন এবং তিনি তোমার প্রিয়।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ।।
বিংশত্যব্দাধিকান পুত্রান প্রেষয়েদ গৃহকর্মসু।
ততস্তাংস্তুলাভাবেন মত্বা স্নেহনহং প্রদর্শয়েৎ।।
কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।।

ফেসবুক বার্তা

কিছু ছবির কোনো ক্যাপশন লাগেনা ছবিই সবকিছু বলে দেয়
আমরা ঘরে শান্তিতে ঘুমাই আর ওরা বর্ডারে গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকে শুধুমাত্র আমাদের রক্ষার জন্য

পোস্টটি ভালো লাগলে ঝড়ের গতিতে লাইক ও শেয়ার করুন

একাধারে দামের সংশোধন, অন্যদিকে সর্বোচ্চ জায়গায় সূচক, ধন্দ বাড়াচ্ছে বাজার

পার্থসারথি গুহ

ভারতের শেয়ার বাজার একাধারে যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে চড়ে আছে, ঠিক তখনই কিছু শেয়ার তথা সেক্টরে লাগাতার প্রাইজ কারেকশন চলছে। শেয়ারের দামে এই সংশোধনী নেমে আসায় বহু লগ্নিকারী বাজারের এই শৃঙ্গে থাকার মজাটা উপভোগ করতে পারছে না। যা সত্যি বলতে এই বুল রাজত্বে খুব বৈসাদৃশ্যও বটে। তাও এই ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ বাজারটার নামম যেহেতু শেয়ার বাজার, সেহেতু এখানে কোনও ওস্তাদের কোনওরকম ওস্তাদি দলে না। বড়জোর তাঁরা একটা দিকনির্দেশ করতে পারেন মাত্র। তাও সবসময় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এমনটা নয়। এই তো এই বছরের শুরুর দিকটার কথা ভাবুন তো একবার। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তখন দুভাবে ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়েছে। একদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে ঢুকে ভারতীয় জওয়ানরা চেপে ধরেছে সেদেশের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের, অপরদিকে কালোটাকার যথেচ্ছাচার আটকাতে নরেন্দ্র মোদি সরকার জারি করেছে নোটবন্দি। বলাবাহুল্য, এই জোড়া সাঁড়াশি চাপে পড়া বাজার সম্পর্কে তখন বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ লাগাতার বলে আসছিল আরও বড় পতন নাকি দেখতে চলেছেন তাঁরা। অথচ সকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৮ হাজারের সামান্য নিচ থেকে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সেই যে যাত্রা শুরু হল এখনও তা অব্যাহত। এবং এখন তা ফুলেফেঁপে রীতিমতো ঢোল। সেই অশ্বমেধের ঘোড়া এখন নিফটিকে নিয়ে গিয়েছে ১০ হাজারের একেবারে কাছে। আর সেনসেক্স ইতিমধ্যেই ৩২ হাজারের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে।

অর্থ বাজারের ইতিহাসে কোনওদিন কেউ মাতব্বরি করে চলে যাবে তা আজ পর্যন্ত হয়নি। আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন

অর্থনীতি

দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্তত পক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে।

এমনিতে ভারতীয় সূচক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদেশিদের অবদান বিশালাকার লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু কখনই তা বাজারের কর্তৃত্ব দখল করতে পারেনি। কারণ পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে এই বিদেশিদের হাত ধরেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল, লগ্নি এখানে কখনই স্থায়ী নয়। বিদেশিদের ভূমিকা এখানে অনেকটা পরিযায়ী পাখির মতো। যখন কোথাও তাঁরা জুড়ে বসেন তখন তা ফুলেফেঁপে উঠলেও আবার নিচে আসতেও তা সময় নেয় না। এঁরা খানিকটা উদ্দীপকের সঞ্চালনা করে থাকেন। যা বাজারের ওঠাপড়ার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। এবার দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজার বাড়েই বা কেন, আর পতনের পিছনেই বা এমন কী কারণ থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা উঠে আসে তাহল ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সর্বোপরি বাজারে চাহিদা গড়ে ওঠা। আবার পতনের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো দিকটাই সংগঠিত হয়ে থাকে।

এমতাবস্থায় জুলাইতে নিফটির ১০ হাজার হবে বলে অধিকাংশ লগ্নিকারী তথা ব্রোকিং হাউজ দাবি করছে। এই ১০ হাজার হল নিফটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক মাইলস্টোন। ভারতীয় ক্রিকেট তথা দুনিয়ার তাবড় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অনেকেই ১০ হাজার রান করেছেন। কিন্তু সুনীল মনোহর গাভাসকার সবার থেকে ব্যতিক্রম। কারণ তিনি প্রথম ১০ হাজার রান করেন টেস্ট ক্রিকেট। অর্থাৎ তিনি হলেন পাওনিয়ার বা পথিকৃৎ। ভারতের নিফটিও ঠিক এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিঙ্গলস নিয়ে হোক বা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে নিফটি হয়তো কদিনের মধ্যেই ১০ হাজারের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করবে। তার পরে আরও ৩০০–৪০০ পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। আবার একদল বলছে ঠিক পার্টি মুডে থাকার মুখে না ভেস্তে যায় আপাত বুল বাজারের সাজানো হাট। এটাই এখন দেখার কিভাবে তা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে পারে ভারতের অর্থ বাজার।

পশ্চিমবঙ্গে লঞ্চ হল জেএসডবলু সিমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শালবনীতে ২৪ এমটিপিএ প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হল— যা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম সিমেন্ট প্ল্যান্ট।

উদ্বোধন হল কলকাতায় ১৯ জুলাই ২০১৭। ১১ বিলিয়ন ডলারের জেএসডবলু গ্রুপের একটি অংশ, জেএসডবলু সিমেন্ট পশ্চিমবঙ্গে তাদের সিমেন্ট লঞ্চ করল। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করার পর বেশ ককেয়টি ধাপ অতিক্রম করে জেএসডবলু সিমেন্ট পূর্বাঞ্চলের বাজারে আনল তাদের প্রিমিয়াম পিএসসি (পোর্টল্যান্ড স্ল্যাগ সিমেন্ট) গ্রেড। ভারতের এই অঞ্চলের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বড় অংশের মার্কেট শেয়ার তৈরি করার জন্য আগ্রাসীভাবে নজর দিয়েছে এই কোম্পানি।

এতে নিজস্ব টেকনোলজি ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন হয় ২.৪ এমটিপিএ প্রিমিয়াম পিএসসি গ্রেট সিস্টেম। জেএসডব্লু সিমেন্ট তার প্রচারকে সুজিত সরকারে তৈরি এবং অনুপম রায়ের লেখা ও সুর–এর সাহায্যে টিভিসি প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরছে।

জেএসডবলু সিমেন্ট–এর এমডি পার্থ জিন্দাল এই লঞ্চ অনুষ্ঠানে বলেন, 'জেএসডবলু সিমেন্ট এখন ভারতের দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি সিমেন্ট কোম্পানি। আমাদের ভালরকমের উপস্থিতি রয়েছে সমগ্র দক্ষিণের বাজারে, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও ওড়িশায়। এবার পূর্বাঞ্চলের মাধ্যমে আমরা আমাদের যাত্রার নতুন মানচিত্র তৈরি করতে পেরেছি। আমরা নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং আমাদের নেটওয়ার্ককে বাড়ানোর জন্য নজর দিয়েছি। আমরা আশা করছি যে আমাদের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে এই অঞ্চলে জেএসডবলু সিমেন্টকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরতে পারবো।' এছাড়াও তিনি আরও বলেন ১৫০০ একরের বেশি জমি লাগবে না। বাকি জমিতে অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে পারে রাজ্য। শিল্প তালুক গড়ে তোলবার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যকে এমডি। এ বিষয় নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানালেন জিন্দাল কর্তৃপক্ষের সব কর্তারা। এধরনের প্রস্তাবে নজির গড়লেন জিন্দাল সংস্থা।

এই সিমেন্ট ভারতের সিমেন্টের বাজারে নিজেকে শক্তিশালী অবস্থানে তুলে ধরার চেষ্টা করছে এবং প্রিমিয়াম স্ল্যাগ সিমেন্ট লঞ্চ করে পূর্বাঞ্চলের বাজারে বৃহত্তম উৎপাদনকারী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছে। প্রিমিয়াম স্ল্যাগ সিমেন্ট নির্মাণ কাজে ব্যবহার করে স্থায়িত্বকে বাড়িয়ে তোলা যায়। নিজস্ব টেকনোলজি ব্যবহার করে উন্নত মানের সিমেন্ট উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করতে পেরেছে এই কোম্পানি।

পূর্ব ভারতের বাজারে জেএসডবলু সিমেন্টের প্রবেশের মাধ্যমে ভারতের বাকি অংশের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনটি ইতিবাচক ভাবে ঘটে যাবে। জেএসডবলু সিমেন্ট এই রাজ্যে তার অবস্থানকে আরও মজবুত করে তুলতে এবং আরও সুযোগ সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে নিজেদের আগ্রহকে বাড়িয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে দিল এই কোম্পানি। শুধু তাই নয় এদিন কর্তারা জানালেন ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সামাজিক কাজেও নিয়োজিত করবেন নিজেদের। ইতিমধ্যেই সেসব কাজেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বায়িত প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির যুগে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে গৃহীত উদারীকরণের জমানায় সংস্কারের নামে ব্যাঙ্ক শিল্পে জনবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে

আগামী ২২ আগস্ট পালিত হবে সারা ভারত ব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। গত ১৮ জুলাই কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর জানান অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশন (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)–র কর্মকর্তারা।

বৈঠকে আরও জানানো হয় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পিজে নায়ক কমিটি সুপারিশ কার্যকর করতে উঠে পড়ে লেগেছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলোকে আইনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির আওতায় এনে সরকারের মালিকানা ৫০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার চক্রান্ত করা হচ্ছে যাতে ব্যাঙ্কগুলো সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন এবং সিএজির নজর এড়িয়ে জনগণের গচ্ছিত সম্পদ বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যায়। এসবের বিরুদ্ধে আগামী ধর্মঘট ১০০ শতাংশ সফল হবে বলে কনফেডারেশনের কর্মকর্তাদের ধারণা। তারা এই ধর্মঘটের পাশে সাধারণ মানুষ ও আমানতকারীদের দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন। ফলে আগামী ২২ আগস্ট ফের আরেকটি দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অর্থনীতির কালোদিন আসছে বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেটাল মেটারোলজিক্যাল শিক্ষার প্রসার ঘটাতে তৈরি করে অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বারশিপ অফ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেটাল। ইনস্টিটিউটের স্নাতক স্তরের ২০১৫ –২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান হল গত ২১ জুলাই নিউটাউনের এক ক্লাবে। বক্তব্য রাখছেন অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের ডিরেক্টর শেখর বসু। এদিন স্নাতকদের দেশের ভালর জন্য এগিয়ে আশার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। **ছবি : উৎপল রায়**

বাসন্তী ব্লকে একক উদ্যোগে হাজার চারাগাছ বিতরণ

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের ''সবুজশ্রী'' প্রকল্পের কথা মাথায় রেখে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে সুন্দরবনকে বাঁচাতে একক ভাবে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভাঙনখালি, ভারতগড়, গরাণ বোস, কলতলা সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এক হাজার চারাগাছ বিতরণ করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কবি ফারুক আহমেদ সরদার। এছাড়াও বিভিন্ন বড় বড় গাছের গায়ে পেরেক সাঁটিয়ে যে সমস্ত ব্যানার হোর্ডিং লাগানো থাকে সেসগুলি তিনি নিজেই গাছগুলি থেকে তুলে ফেলে দেন। যাতে করে গাছটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তিনি বলেন একটি জন্ম, একটি গাছ। অতএব গাছ শুধু রোপন করলেই চলবে না। তাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী।

ফারুক বাবুর একটা দুঃখ— যে, সরকারি ভাবে রাস্তার দুপাশে গাছ লাগানো হয়ে থাকে কিন্তু ইলেকট্রিক তার, জলের পাইপ লাইন কিংবা ফোনের লাইনের জন্য যত্রতত্র গাছগুলি বাড়তে না দিয়ে কেটে ফেলা হয় এবং পরিবর্তে কোনও গাছ লাগানো হয় না। এর ফলে যেমন ক্ষতি হয় জাতীয় সম্পদ ও অরণ্য ধ্বংস, রাস্তা ক্ষয় এবং পরিবেশ দূষিত হয় ফলে প্রাকৃতিক তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানব জাতির। এই সমস্ত দিকগুলি যদি সঠিকভাবে মানা হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা সবুজ পরিবেশে স্বাচ্ছন্দে বাঁচাতে সক্ষম হব নচেৎ প্রকৃতিকে যদি ঠিক ভাবে রক্ষা করতে না পারা যায় তাহলে আয়লা, বান্দু, ফিয়ানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধুমাত্র সুন্দরবন কেন সমগ্র বাংলাকে হয়তো প্রাকৃতিক এর কাছে হার মেনে বিলিন হয়ে যেতে হবে। ফারুক আহমেদ সরদারের এহেন উদ্যোগের ব্যাপার ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন— উনি একজন খুব ভালো ছেলে। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজ সেবা মূলক কাজ করে চলেছেন দীর্ঘ দিন যাবৎ। আগামী দিনে ফারুক আহমেদ সরদার আরও ভালো কাজ করে এগিয়ে চলুক আমরা ওঁর পাশে সর্বদাই থাকব।

আলিপুর পোস্ট অফিসে স্বচ্ছতা কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের ডাক বিভাগের উদ্যোগে প্রতিটি পোস্ট অফিসে গত ১ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত পক্ষ কাল ব্যাপী স্বচ্ছতা কর্মসূচি পালন করা হয়। কলকাতার আলিপুর পোস্ট অফিসেও যথাযোগ্য মর্যাদায় এই কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী আলিপুর পোস্ট অফিসে বিভিন্ন দফতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। পুরানো নথিপত্র যথাযোগ্য ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। দফতরের বাথরুম টয়লেটকে গুলো পরিষ্কার করা হয়। ১৫ জুলাই শেষ তিনি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে দফতরের কর্মীরা স্বচ্ছতা অভিযানের শপথ বাক্য পাঠ করেন। আলিপুর

হেড পোস্ট অফিসের বরিষ্ঠ পোস্ট মাস্টার জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষকাল ব্যাপী স্বচ্ছতা কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

ঘটনা দুর্ঘটনা

বজ্রাঘাতে মৃত তিন

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় বজ্রাঘাতে মারা গেলো তিনজন। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন। ১১ জুলাই বানিওর গ্রামে ধান পোঁতার সময় বাজ পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় দিদিমনি মুর্মু (৪৬) এবং পারুল মাল (৩৫)। বাড়ি পাইকপাড়া গ্রামে। জখম হয়ে একজন নলহাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। বাড়ির গরু মাঠ থেকে আনার পথে বাজ পড়ে মারা গেলো বড়শাল গ্রামের নবম শ্রেণীর ছাত্রী চিন্তা লেট (১৫)।

জুতো পেটা চিকিৎসকে

রোগীদের হাতে জুতো পেটা খেয়ে চরম লাঞ্ছিত হলেন এক চিকিৎসক। ১৪ জুলাই বীরভূমের সাত্তোর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী দেখছিলেন চিকিৎসক রঞ্জিত বিশ্বাস। আগে দেখতে হবে বলে দাবি তোলে গর্ভবতী রিনা খাতুন। তাতে চিকিৎসক রাজি না হওয়ায় খেপে যায় পরিবারের লোকজন। চিকিৎসক রিনা খাতুন, শেখ রেহেন ও ওজিকা বিবির নামে পাড়ুই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অমানবিক বাসকর্মীরা

অমানবিকতার নজির সৃষ্টি করলো সরকারি বাসের কর্মীরা। ১৪ জুলাই বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির ঘটনা। শুক্রবার ভোরে সিউড়ি যাওয়ার জন্য দুবরাজপুর পাওয়ার হাউস মোড় থেকে চাঁচলগামী সরকারি বাসের ছাদে উঠে কুশুঠিয়া গ্রামের দিনমজুর আনন্দ কোড়া। সিউড়ি ঢোকার মুখে রেলব্রিজে ধাক্কা লেগে অজ্ঞান হয়ে যায় আনন্দ। বাস কর্মীরা সিউড়ি ডিপোতে আহত আনন্দকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। দুপুর ১২টা নাগাদ পুলিশ এসে যখন আহত আনন্দকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সিদর হাসপাতালে পাঠায় তখন দোষারোপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগমের সিউড়ি ডিপোর কর্মীরা।

ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু

বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় এক ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় আক্রান্ত হলো সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। ১৪ জুলাই সাঁইথিয়া ১৪ নং ওয়ার্ডের ময়ূরাক্ষী নদীতে মশারি নিয়ে মাছ ধরতে যায় দুই বন্ধু। চোরাবালিতে তলিয়ে যায় গোকর্ন বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শুভজিত শিকদার (২৮)। বন্ধু বিশ্বজিত দাসের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে যুবককে উদ্ধার করে। তখনও জীবিত ছিল সে। পুলিশের গাড়িতে চালক না থাকায় ঠিক সময় হাসপাতালে পাঠানো যায় নি তাকে। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। উত্তেজিত জনতা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে। প্রহৃত হয় পুলিশের গাড়ির চালক।

কেনা ডিমে সাপের বাচ্চা

ডিমের কুসুম থেকে উদ্ধার হলো সাপের বাচ্চা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে বীরভূম জেলার রাজনগর গ্রামে। রবিবার দুপুরে রান্নাঘরে ডিমের ওমলেট বানানোর জন্য মুরগির ডিম ফাটান গৃহবধূ মমতাজ বিবি। তখনই ডিমের কুসুমের ভিতরে দেখা যায় ৭ – ৮ ইঞ্চি লম্বা সাপ নড়াচড়া করছে। প্রতিবেশী এক শিক্ষকের কাছে ছুটে যায় সে। ঘটনার কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশ থেকে কৌতুহলী জনতার ভিড় বাড়তে থাকে মমতাজের বাড়িতে।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৪

গত শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার ঝড়োর মোড় গ্রামে জলঘাটা নলকড়া মোজাদ্দেদীয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসার আবাসনের রান্না খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ১৪ জন ছাত্রী। এদিন রাতে যথাসময়ে খাবার খেয়ে ছাত্রীরা শুয়ে পড়ে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বমি-পায়খানা। অসুস্থ ১৪ জনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আট ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকি ৬ ছাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাদ্রাসার সম্পাদক মহম্মদ মহফুজুর রহমান বলেন কিভাবে এই ঘটনা ঘটল সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুবকের দেহ উদ্ধার

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে গড়িয়ায় বেসরকারি সংস্থার কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ধনঞ্জয় মন্ডল (৩৬) নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ২০০৯ সাল নাগাদ তালদিতে বিবাহ করেন ধনঞ্জয়। তাঁর একটি ৭ বছরের পুত্র সন্তানও আছে। গত মঙ্গলবার শ্বশুরবাড়িতে যান ছেলের সঙ্গে দেখার করার জন্য। এরপর বাড়ি ফিরে বুধবার রাতে খাওয়াদাওয়া করে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন। পরদিন সকালে ডাকাডাকি করলে কোনও সাড়া না মেলায় দরজা খুলে দেখা যায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। বৃদ্ধ বাবা মা বৈদ্যনাথ মন্ডল এবং আরতি দেবী কান্নায় ভেঙে পড়েন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনা।

মন্দিরবাজারে কুপিয়ে খুন

শনিবার রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে এক ব্যক্তিকে। মৃত ব্যক্তির নাম আপবউদ্দিন গ্রামের বাসিন্দা সুজাউদ্দিন মোল্লা (৩০)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার থানার নীলকণ্ঠপুর গ্রামে। মৃতের পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়ে থানায় ৮ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশি তদন্ত চলছে। এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

প্রতিনিধি ●দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আচার–অনুষ্ঠান

বনমহোৎসব রাজনগরে

বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের আবাদনগর গ্রামে বনমহোৎসব যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ১৫ জুলাই। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বসানো হয় গাছের চারা। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে কচিকাঁচারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, রাজনগরের রেঞ্জার সৌমেন রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। নবজাতকদের কোলে মায়েদেরও গাছের চারা দেওয়া হয়।

ডোঙারিয়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গত ১৬ জুলাই দক্ষিণ শহরতলির ডোঙারিয়া চৌরাস্তা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, পুরুলিয়া জেলার তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক উৎপল পাল, ডাঃ অজয় কুমার রায় প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক নেপাল দাস। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সভাপতি বিদ্যুৎ মাইতি। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বকুল চন্দ্র দাস ও কল্যাণ দাস। রক্তদান শিবিরে ৮৭ জন রক্তদান করেন।

সাংবাদিকতার কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা : হুগলি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে চুঁচুড়াতে গতিধারা সভাগৃহে সাংবাদিকতার এক কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হল ... জুলাই। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি চামেলী মুর্মু, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব আলোকজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ মতিলাল, পিটিআই-এর প্রাক্তন সাংবাদিক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, আজকালের সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর নন্দী প্রমুখ। এই শিবিরে বৈদ্যুতিন মাধ্যম সহ

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকরা 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প, বেসরকারি হাসপাতালে অতিরিক্ত বিল ও বেসরকারি ইংরাজি মাধ্যমে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত ডোনেশন নেওয়া বাতিল সংক্রান্ত তিনটি বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। এর পাশাপাশি সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কি করণীয়, সাংবাদিকতার আইন এবং লেখার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবশেষে কর্মশালায় যোগদানকারী সাংবাদিকদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক মন্দাক্রান্তা মহালনবিশ।

খুঁটি পুজো

বারুইপুর নতুন পাড়ায় খুঁটি পুজো দিয়ে শুরু হয়ে গেল দুর্গা পুজোর কাউন্টডাউন। এবারের থিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। নিজস্ব চিত্র

সভা সমিতি

ক্যানিং থানার সামনে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যে একাধিক দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা এবং সদ্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদে গত রবিবার বিকালে ক্যানিং থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টি। এদিন অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্ব জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মৃগাঙ্ক রায়, বিজেপির জাতীয় কাউন্সিল মেম্বার সুকুমার মন্ডল, বিজেপির জেলা সদস্য সঞ্জয় নায়েক, ক্যানিং ১নং মন্ডল সমিতির সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায়, ক্যানিং ১নং মন্ডল সমিতির সভাপতি দীপক হাওলাদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মৃগাঙ্ক বাবু জানান আমরা মিলিত ভাবে থানায় ডেপুটেশন দিয়েছি। আগামী দিনে যাতে শান্তি বজায় থাকে সেদিকে প্রশাসনকে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছি।

শুধু ঝান্ডা লাগালেই ট্রেড ইউনিয়ন হয় না ঃ শক্তিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ জুলাই বজবজ পাবলিক লাইব্রেরি হলে ২১ জুলাই শহিদ দিবসের সমর্থনে শ্রমিক কনভেনশন হয়। বাটা মজদুর ইউনিয়ন সহ বৃহত্তর বজবজ শিল্প অঞ্চলের শ্রমিক প্রতিনিধি সহ এলাকার শ্রমিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে নিহত শহিদদের নামাঙ্কিত ফলকে মাল্যদান করা হয়।

বিধায়ক অশোক দেব বলেন বজবজ ছোট শহর। এখানে কোনও ঘটনা ঘটলে বা একটা পিন পড়লে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে। তাই দলীয় কর্মী ও নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন ''এমন কিছু করবেন না যা দলের ভাবমূর্ত নষ্ট হয়। সমস্ত বিষয় আলোচনা করুন সমস্যা মিটে যাবে, কিন্তু এখানে ওখানে গিয়ে চুকলি বাজী করবেন না। আমাকে হারাবার জন্য অনেকেই চুকলি বাজী করেছেন। এসব বন্ধ করুন, কারণ সামনে পঞ্চায়েত ভোট। পঞ্চায়েত ভোটে সকলে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে চলুন। লড়াই করুন সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি-র সঙ্গে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল বলেন রাজ্য বিগত ৩৪ বছরে সিপিএম গুলি, বোমা নিয়ে ভোট করেছে, কৃষকের জমি দখল করেছে, চাষের ধান লুট করেছে। এসব আর হয় না।

তিনি আরও বলেন ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে দলের অনুমতি নিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। শুধু দলীয় ঝান্ডা লাগালেই ইউনিয়ন হয় না বা হবে না। দলীয় নির্দেশ মেনে বজবজের ট্রেড ইউনিয়নের ''কনভেনর'' করা হয়েছে। দীপক ঘোষকে। আজ মঞ্চে ছোট বড় সব নেতৃত্ব উপস্থিত আছেন। তাই বলছি দলীয় নির্দেশ মেনে প্রত্যেকে চলতে হবে। আমরা কেউ বিরোধী নই, ভালমন্দ সব

আছে। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। নেত্রীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, রামদিন গুপ্তা, আমিরুল ইসলাম, হিমাংশু সিংহ, সুধীর চক্রবর্তী, কৌশিক রায় সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ও বজবজ ইউনআইএনটিইউসি কনভেনর দীপক ঘোষ।

শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা

দীপক ঘোষ : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত বজবজ-২ ব্লকের বাওয়ালী চিড়িয়াখানা মাঠে আগামী ২৪ জুলাই সোমবার বিকাল ৩ টায় সাংসদ তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে আসছেন। ২১ জুলাইয়ের 'ধর্মতলা চলো' সভা মিটতে না মিটতে আবার এই জনসভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। বজবজ-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদের প্রতিনিধি শ্রীমন্ত বৈদ্য জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সভা হতে চলেছে।

সম্প্রতি বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনায় বাওয়ালি ও সাত গাছিয়া এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, যদিও প্রশাসন ও এলাকার জনপ্রতিনিধিরা কড়া হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সম্প্রীতি মিছিলেরও আয়োজন করা হয়। জেলা যুব তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, সাম্প্রদায়িক বিজেপি এলাকায় যুবকদের বিভ্রান্ত করতে নানা উস্কানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে। যাতে করে এলাকায় একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সেই চক্রান্তকে সফল হতে দেবে না। আমাদের রাজ্যে যেমন উন্নয়ন হচ্ছে, তেমনি যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট আছে। তাকে কোনও ভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে আসছেন।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবতৃণমূল নেতা

নিজস্বব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে আবার গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার শিমুলতলাতে। উল্লেখ্য রাজ্যস্তরের নেতাদের কথা অমান্য করে দীর্ঘ প্রায় ১১মাস ধরে বাসন্তী ব্লকের ভাঙনখালি, পানিখালি,লেবুখালি,ফুলমালঞ্চ,শিমুলতলা সহ বাসন্তীর বিভিন্ন এলাকায় যুব তৃণমূল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত। গত সোমবার গভীর রাতে আবার গুলি চলে। অভিযোগ গভীর রাতে এক যুব তৃণমূল নেতার বাড়িতে গিয়ে ডেকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করা হয়। গুলিতে আহত হন যুব তৃণমূল নেতা আবুল হাসান মোল্লা। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরে অবস্থার ক্রমশ অবনতি হওয়ায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এবং এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল মান্নান গাজীর ছেলে রাজা ওরফে নুরইলাহি গাজী ও রাজার মামা ইকবাল আহমেদ মন্ডল। সোমবার রাতে নুরইলাহি গাজী ও ইকবাল আহমেদ মন্ডল নিজেদের নার্সিংহোমের জন্য কিছু ওষুধ চাইতে যান পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী আবুল হাসান মোল্লার বাড়িতে। আবুল হাসান মোল্লা ওষুধ দিতে অস্বীকার করলে রাজা ওরফে নুর ইলাহি গাজী পকেট থেকে বন্দুক বের করে পর পর দুরাউন্ড গুলি চালায় হাসান মোল্লার দিকে। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ও একটি গুলি হাসান মোল্লার ডান কাঁধে লাগে। এরপর তড়িঘড়ি অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় আবুল হাসান কে বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

মঙ্গলবার সকাল হতেই যুব তৃণমূল নেতাকে গুলি করার প্রতিবাদে শুরু হয় পথ অবরোধ, বন্ধ হয়ে যায় ক্যানিং-গদখালি,ক্যানিং - ধামাখালি সরবেড়িয়া রুটের সমস্ত যানবাহন এবং অভিযুক্তদের কে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে স্লোগান দিয়ে রাস্তায় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকদের ঢল নামে। পরে পুলিশ গিয়ে আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায় এবং যান চলাচল শুরু হয়। যদি ও পুলিশ রাজা ওরফে নুরইলাহী গাজী কে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার ব্যাপারে বাসন্তী ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমানুল্লা লস্কর জানান অবিলম্বে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল সভাপতি আব্দুল মান্নান গাজী,,ইকবালদের মতো দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে হবে। ওরাই অশান্তি বাঁধিয়ে এলাকা উত্তপ্ত করে তুলছে বারবার। ওরা গ্রেফতার হলে এলাকায় শান্তি ফিরবে। যুবকরার জন্যই বারবার এমন আক্রমণ হচ্ছে।

অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকতৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল মান্নান গাজীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর থেকে কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। আবার নুরইলাহির মামা ইকবালের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এমনই অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

বাম মায়াপুর পঞ্চায়েত তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সিপিএম পরিচালিত মায়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে চলে এল। ওইদিন বিড়লাপুর বাজারের কাছে ২১ জুলাইয়ের জনসভার সমর্থনে এক কর্মী সভায় মায়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রধান সেখ মোজাম আলি এবং উপপ্রধান সহ ৯ জন বাম সদস্য–সদস্যা আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। সিপিএমের দুর্গ মায়াপুর অঞ্চলে তৃণমূলের ফুল ফোটানোর মূল কারিগর হিসাবে কাজ করেছেন বজবজ-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য। তিনি জানান, বজবজ-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ৬টি পঞ্চায়েত এখন তৃণমূলের দখলে। কয়েকজন

সিপিএম কমরেড আমাদের দলে আসতে চাইছেন। কিন্তু তাদের রেকর্ড ভালো নয় বলে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। বিজেপির অনেক নেতাও আমাদের দলে ঢোকার জন্য যোগাযোগ করছে। বিধায়ক অশোক দেব বলেন, সিপিএম ছেড়ে যারা তৃণমূলে এলেন, তারা স্ব-ইচ্ছায় কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন, আমরা কেউ তাদের জোর করিনি। মায়াপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সেখ মোজাম আলি বলেন, বিজেপিকে রুখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা দেশ ব্যাপী যে আন্দোলন করছেন, তাতে আমরা অনুপ্রাণিত। তাঁর উন্নয়নের সাথী হতে আমরা স্ব–ইচ্ছায় তৃণমূলে যোগদান করেছি।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত প্রমুখ।

নলহাটিতে কং–বাম জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৩ আগস্ট নলহাটি পুরনির্বাচন। তার আগে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার। অলিখিত জোটে আবদ্ধ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮টি আসন বামফ্রন্টের জন্য ছেড়ে রেখে বাকি আটটি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রার্থীরা হল, ২নং ওয়ার্ড – প্রমোদ মস্করা, ৫নং ওয়ার্ড – প্রকাশ প্রসাদ (বাবু), ৬নং ওয়ার্ড – কাজী মইদুল, ৭নং ওয়ার্ড – দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০নং ওয়ার্ড – বন্দনা ক্ষীরহার, ১১নং ওয়ার্ড – রেখা খাতুন, ১২নং ওয়ার্ড – আয়েষা সিদ্দিকা, ১৩নং ওয়ার্ড – হোসেন আলি। উল্লেখ্য গত নির্বাচনে ১০,১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডে জিতেছিল কংগ্রেস।

এবারের নলহাটি পুরসভা নির্বাচনে জিততে মরিয়া শাসক তৃণমূল সহ বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই। ৬ আগস্ট থেকে এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে নলহাটি সহ রাজ্যের সাত পুরসভা নির্বাচন। গত নির্বাচনে ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৮টি, কংগ্রেস ৩টি, নির্দল ১টি, সিপিএম ১টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি, বিজেপি ১টি। পরে ১৫ নং ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলর নুরনেহার বিবি এবং ৮ নং ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিল সত্যব্রত দত্ত তৃণমূলে যোগ দেন। এবারের পুরনির্বাচনে নলহাটি পুরসভার ওয়ার্ড বেড়ে হয়েছে ১৬টি। ২ জুলাই নলহাটি পুরনির্বাচন নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। গত ৪ জুলাই নলহাটি পুরসভার চার নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ শর্মা লিখিতভাবে তাঁর পদত্যাগপত্র নলহাটি–১ নং তৃণমূল ব্লক সভাপতি অশোক ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দেন। এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রধান মুখ বিদায়ী চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ। ইতিমধ্যে নলহাটি এলাকায় দাপট বেড়েছে বিজেপিরও। কয়েক মাস আগে দখল করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সম্পাদক দিলীপ ঘোষ সহ রাজ্য নেতৃত্ব। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়।

মাত্র দুটি ঘৃণা বদলে দিতে পারে ভারতকে

প্রথম পাতার পর

রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ১০০ দিনের কাজ, সকলের জন্য খাদ্য, বিনামূল্যে পড়াশুনা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের বৃদ্ধিতে অনেকটা সাহায্য করেছে। এটা যেমন ঠিক তেমনই পাশাপাশি এটাও সত্যি যে এসব যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের স্থান সেই ১৩১ এই থেকে গিয়েছে। এর একমাত্র কারণ পরিকল্পনা রূপায়ণে দুর্নীতি ও ভারতবিরোধী সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডের বাড়বাড়ন্ত।

এই দুই শত্রুকে যদি রাজনীতিকরা দমন করতে পারত তাহলে নিঃসন্দেহে ভারতের স্থান হত অনেক উঁচুতে। কিন্তু তা হয় নি। দেশের রাজনীতিকরা ক্রমশই দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছেন এবং ভারতবিরোধী কার্যকলাপে মদত দিয়ে গিয়েছেন। আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। প্রায় প্রতিদিন কোনও কোনও রাজনীতিক ডাক পাচ্ছেন সিবিআই, ইডি, আয়কর, সিআইডির। শুধু রাজনীতিকরাই নন এর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করছেন দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক আমলাকুলও। যতদিন না এদেশের নেতা ও উচ্চপদস্থ আমলারা দুর্নীতি ও ভারতবিরোধী কার্যকলাপকে ঘৃণা করতে না পারবেন ততদিন বিশ্বের দরবারে সার্বিক উন্নয়নে ভারতের স্থান বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই।

বড় কাঁছারি যাওয়ার রাস্তা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম তীর্থস্থান বাবা বড় কাঁছারি। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট স্কুল মোড়ে নেমে এই প্রাচীন শৈবতীর্থে যাওয়ার প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষ প্রতিদিন এই রাস্তায় যাতায়াত করতে নাজেহাল হচ্ছেন। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ এলাকার পঞ্চায়েতের প্রধানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও সমস্যার

সমাধান হচ্ছে না। প্রতিদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। শনিবার ও মঙ্গলবার এই পথে প্রচুর অটো-প্রাইভেট গাড়ি ও ম্যাটাডোরে করে তীর্থ যাত্রী আসে। রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় গাড়ি চলাচলে ভীষণ সমস্যা হয়। রাস্তার দুদিকেই বড় বড় পুকুর থাকায় যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছে এলাকার জনগণ। প্রচুর ছাত্র–ছাত্রীও এই রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করেন। বড় কাঁছারি ধামের ব্যবসায়ীরা জানালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রতিনিধরা ডাকের মাধ্যমে এই তীর্থস্থান থেকে 'রেভিনিউ' পাচ্ছে, অথচ রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। তীর্থযাত্রীরা ভীষণ সমস্যায় পড়ছেন।

প্রসঙ্গত বর্তমানে বড় কাঁছারিতে যে ভাবে মানুষের ঢল নেমেছে এবং যেভাবে এখানে দোকান ও তীর্থযাত্রীদের যাত্রীনিবাস গড়ে উঠেছে। ভালো করে পরিকল্পনা করলে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। বীরভূমের বক্রেশ্বর কিংবা হুগলির তারকেশ্বর যদি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে সেজে উঠতে পারে, তাহলে বড় কাঁছারি সেজে উঠবে না কেন?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ বলেন, আগস্ট মাসের মধ্যেই পিডব্লিউডি দফতর থেকে রাস্তার কাজ শুরু হবে। বড় কাঁছারির সামগ্রিকভাবে সংস্কারের ব্যাপারে জেলা পরিষদ রাজ্য পর্যটন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করবে।

উপপ্রধান শিক্ষকের কেরামতি

অভীক মিত্র, বড়রা (বীরভূম): একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে সহপাঠীদের অশ্লীলতার হাত থেকে ছাত্রীদের বাঁচাতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য তিনদিন ছাত্র এবং তিনদিন ছাত্রীদের ক্লাস শুরু হয়েছে একটি কো–এড উচ্চবিদ্যালয়ে। এই আজব নিয়ম ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তোলপাড় রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের কাকরতলা থানার ১৫৯ বছরের প্রাচীন বড়রা উচ্চবিদ্যালয়।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা বেশ কিছুদিন ধরে মোবাইলে অশ্লীল ছবি দেখাতো ছাত্রীদের। উক্তত্য করত তাদের। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রীদের সাথে অসভ্য আচরণ করতো ছাত্ররা। স্কুলে পরিচালন কমিটি নেই। নেই প্রধান শিক্ষক। তাই নিদান হিসাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য তিনদিন ছাত্র এবং তিনদিন ছাত্রীদের ক্লাস শুরু করেন। সোম, বুধ, শুক্র ছাত্রদের ক্লাস। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ছাত্রীদের। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তোলপাড় রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন। বড়রা উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক কাঞ্চন অধিকারী পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ৯৫ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৩০ জন। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ৮৭ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১১৭ জন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ৩০ জন। তারমধ্যে আংশিক শিক্ষক ৫ জন বাকী ২৫ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক।

১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো বিদ্যালয়টি। স্কুল পরিদর্শকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষামহল জুড়ে তোলপাড় শুরু হতেই ১৭ জুলাই সোমবার থেকে বড়রা উচ্চবিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ফের ছাত্র ছাত্রীদের একসঙ্গে ক্লাস আরম্ভ হয়েছে।

বারাসতে কম্পিউটার সেন্টারের প্রতারণা পরীক্ষা দিতে পারল না দেড়শো পরীক্ষার্থী

পার্থ ঘোষ, বারাসত : ওদের কেউ করে টিউশনি, কেউ সেলাইয়ের কাজ। প্রথাগত কলেজ শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চেয়েছিল দেগঙ্গার রূপায়ণ দত্ত, বারাসতের অনিক দে বা কেয়া ঘোষরা। সেইমতো সামান্য অর্থ জোগাড় করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কম্পিউটর শিক্ষা কেন্দ্রে অ্যাডমিশনও নেয় তারা। কোর্স ফি এবং পরীক্ষা ফি বাবদ এক একজন শিক্ষার্থী প্রায় ৩০০০ টাকা করে জমা দেয় ওই কম্পিউটার সেন্টারে। কিন্তু ১৮ জুলাই বুধবার তারা সেন্টারে গিয়ে দেখেন সেখানে তালাবন্ধ।

এমনকি ফাইনাল পরীক্ষা নিতে আসা সরকারি কর্তৃপক্ষও সেন্টারের এই অবস্থা দেখে ফিরে যান। পরীক্ষা দিতে না পেরে প্রায় দেড়শো পরীক্ষার্থীরা রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভও দেখাতে শুরু করেন সেন্টারের সামনে। তাদের দাবি প্রায় ৩০০০০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়ে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের থেকে। এরপর ছাত্রছাত্রীরা সেন্টারের মালিক রণবীর রায়ের নামে বারাসত থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। ছাত্রছাত্রীদের দাবি তাদের পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করুক কর্তৃপক্ষ। যথেষ্ট খোঁজখবর না করে যত্রতত্র সেন্টারের অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা মহলে।

পুলিশের আতঙ্কে ভুগছে গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রাতের অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে ঢুকে মদ্যপ পুলিশের অত্যাচারে তাণ্ডবে আতঙ্কিত গোটা গ্রাম। ভাঙচুরের পাশাপাশি মহিলাদের কটু মন্তব্য ও হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলার ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা থানার বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার দক্ষিণ হোমরা গ্রামে। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে তাই একত্রিত হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

অভিযোগ রবিবার সকালে দক্ষিণ হোমরা গ্রামে জমি নিয়ে বিবাদের ঘটনা ঘটে দুই পরিবারের মধ্যে। ঘটনায় আক্রান্ত হন শঙ্কর সরদার ও অনিমা সরদার। ঘটনায় ভাস্কর সরদার, গুণধর সরদার সহ বেশ কয়েকজনের নামে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়, রবিবার রাতে সেই অভিযুক্তদের ধরার জন্য গ্রামে হানা দেয় জীবনতলা থানার পুলিশ। অভিযোগ সেই সময় অভিযুক্তদের না পেয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এমনকি গ্রামের দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র লুঠপাট ও ভাঙচুর চালায় বলে জীবনতলা থানার পুলিশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ হোমরা গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

আরও অভিযোগ মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করার। সেই সাথে মহিলা পুলিশ না এনে গ্রামের মহিলাদেরকে হেনস্থা করার। এমন কি অভিযুক্তদের না পেয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদেরকে গ্রেফতারের অভিযোগ উঠেছে জীবনতলা থানার বিরুদ্ধে।

ঘটনার পর থেকে দুষ্কৃতী নয়, পুলিশের আতঙ্কে আতঙ্কিত গোটা গ্রাম।

বসিরহাট বাদুড়িয়ায় এখনই কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি চায় না তৃণমূল

পার্থ ঘোষ, বারাসত : দীর্ঘ প্রায় মাসখানেকের অচলাবস্থা ও দিশাহীনতা কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া, বসিরহাট, দেগঙ্গা এলাকা। সর্বত্র এখন বিরাজ করছে সুস্থ জনজীবন। রুটি রুজির টানে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই অঞ্চলের অস্থিরতার সময় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান করেছিলেন তারা যেন ওই উত্তেজনা প্রবণ এলাকায় না যান। এরপর বসিরহাটগামী বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিআইএম সহ সকল রাজনৈতিক দলকেই আটকে দেওয়া হয়েছিল মাঝপথে। কাউকেই যেতে দেওয়া হয়নি নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে। ওই স্পর্শকাতর এলাকায় এমনকি শাসন দল তৃণমূলও কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় বসিরহাট কান্ডের পরে। তড়িঘড়ি শাসকদল তাদের করণীয় প্রসঙ্গে একাধিক বার বৈঠকও করেন। জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে বসিরহাট কান্ডের ছানবিন শুরু করেন উচ্চতর তৃণমূল নেতৃত্ব। বসিরহাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়। এরই মধ্যে তৃণমূলের শহিদ

দিবস উপলক্ষে গত শনিবার বারাসত রবীন্দ্রভবনে এক কর্মিসভার আয়োজন করেন তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। সেই কর্মিসভাতে হাজির ছিলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী সহ জেলা তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কগণ। তৃণমূল সূত্রে খবর কর্মিসভাতে বসিরহাট কান্ড নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়ার কথা বলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীরা। সভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখে হয়ে বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পার্টির অনুমোদন না নিয়ে কোথাও কোনও নতুন পার্টি অফিস খোলা যাবে না। বসিরহাট বাদুড়িয়াতে এই মুহূর্তে দলীয় নেতৃত্বকে রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বস্তুত নব্য তৃণমূল ও আদি তৃণমূল দ্বন্দ্বে সমস্ত কর্মীদের এদিন পুনরায় সতর্ক করেন সুব্রত, পার্থরা। এদিকে বসিরহাট ও বাদুড়িয়ায় স্বাভাবিক হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। স্কুল, কলেজ, অফিস আদালতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালু হয়েছে। অচলাবস্থা কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে বসিরহাট, বাদুড়িয়া।,দেগঙ্গা এলাকার মানুষ।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে নকল ডাক্তারি সুরজিতের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ ২৪পরগনার সোনারপুরের ভুয়ো ডাক্তার ধরে পড়ার পর এবার ধরা পড়লো বারুইপুরের ভুয়ো ডাক্তার। নিজের পরিচয় দেয় স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বলে ডাক্তার সুরজিৎ সেন। দিনের পর দিন আসল ডাক্তারের পরিচয় দিয়ে চিকিৎসসা চালায় সুরজিৎ সেন । আসল ডাক্তারের পরিচয় নিউ আলিপুরের বাসিন্দা সুরজিৎ সেন । তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা মধ্যম গ্রাম হাসপাতালে বি এম ও এইচ । সেই আসল সুরজিৎসেনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নকল করে নকল সুরজিজিৎ সেন ডাক্তারি করার জন্য চেম্বার খুলে বসেন বারুইপুর ও মালঞ্চ ও জোগী বটতলায় চেম্বারে বসে বহাল তবিয়তে রোগী দেখতেন। এরপর বারুইপুরে পোস্টের দেখে এক রোগী । লেখা রয়েছে স্ত্রী বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরজিৎ সেন। এরপর আসল ডাক্তারের কাছে রোগীদের ফোন যায় স্যার আপনি কি বারুইপুরে বসছেন । আসল সুরিজিৎ বাবু অঁবাক, বলেন নাতো আমি বারুইপুরের বসছি না। তখন রোগীদের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন দেখে বোঝেন আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর নকল করে লেটারহেড প্যাড ছাপিয়ে ডাক্তারি করছে। এরপর সুরজিৎ বাবু নিউআলিপুর থানায় ডায়েরী করেন সেখান থেকে বারুইপুর থানায় অভিযোগ করেন। এরপর বারুইপুর থানা গ্রেপ্তার করে নকল ডাক্তার সুরজিৎ সেনকে। অনেক দিন ধরে আসল আসল সুরজিৎ এর নাম ভাঙ্গিয়ে নকল সুরজিৎ সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ডাসক্তারি করে যাচ্ছিলেন এলাকার রোগীদের বক্তব্য।

ওয়ালশ হাসপাতালের মর্গ তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজসেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভাকে দান করা জমিতে কাটা হচ্ছে গাছ, ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। এ নিয়ে আলিপুর বার্তায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। অবশেষে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হন এক সমাজকর্মী। কেস নং ২৮/২০১৬/ইজেড। মামলায় জমা দেওয়া এফিডেভিট করে জানানো হয়েছে যে, বনদফতরের অনুমতি নিয়ে গাছ কাটা হয়েছে কারণ ১০ নম্বর ওয়ার্ডের এই জমিতে জনগণের সুবিধার্থে ওয়ালশ হাসপাতালের একটি মর্গ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির। কবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় সে দিকেই তাকিয়ে শ্রীরামপুরবাসী।

মহানগরে

জেনে নিন কলকাতা পুরসভার ডেঙ্গু পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বর্ষার বৃষ্টির জমা জল ও বর্ষারই উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে শহরে এবং শহর লাগোয়া গ্রামে ডেঙ্গু নামক ভাইরাস ঘটিত জ্বরের সম্ভাবনা প্রবল আকার ধারণ করছে। একমাত্র এডিস মশা জ্বর ঘটিত এই রোগের একমাত্র বাহক। এই রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সচেতনতা এবং কিছু সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করা। কলকাতা মহানগরের বর্তমান ১৬টি বরোর মধ্যে ১৫টি বরোতে একটি করে অত্যাধুনিক 'ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্র' (ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টার) গড়ে উঠেছে। এইসময় সামান্য রকম জ্বর হলেই শহরবাসী যেন প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেন এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে। বক্তব্য কলকাতা পুরসংস্থার পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের। এছাড়া অতীনবাবুর বক্তব্য, মহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে পাঁচ থেকে ছ'টি ডেঙ্গু সমীক্ষাকারী দল (র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স) মহানগরীর প্রতিটি এলাকায় প্রতি সপ্তাহে সমীক্ষা করছে। এছাড়াও নিয়মিত মশা এবং মশার লার্ভা ধ্বংসের তেল ছড়াচ্ছে।

মহানগরবাসীর প্রয়োজনে নিখরচায় ব্যয়বহুল ডেঙ্গু–পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন অতীনবাবু। আর তাই বরোপিছু একটি করে মোট ১৫টি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্র' (২০১১–'১২ অর্থবর্ষে পাঁচটি এবং ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে ১০টি) তৈরি করেছে পুর স্বাস্থ্য দফতর। এই ১৫টি কেন্দ্র তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম' অনুমোদিত এলাইজা পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করা হয় পুরসংস্থার প্রতিটি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে।

পুরবাসী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামান্য জ্বর হলেই তিনি সেই ওয়ার্ডের পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসুন। ওয়ার্ড মেডিক্যাল অফিসার ওই পুরবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে আপনার দেহ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন এবং পুরসংস্থার ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে সেই রক্তের নমুনা নিয়ে এসে দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এসএমএস–এর মাধ্যমে রোগী জেনে যাবেন আপনার রক্ত–পরীক্ষার ফলাফল। এবং পরবর্তী চিকিৎসা পুরসংস্থা বিনামূল্যে করে থাকে।

কলকাতা পুরসংস্থার নিজস্ব ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রের ঠিকানা

বরো	ওয়ার্ড	ঠিকানা	ল্যান্ড মার্ক
১	৬	৩, গোপাল মুখার্জি রোড, কলকাতা –৭৮	পাইকপাড়া বাসস্টপ,
২	১১	হাতিবাগান ডিসপেনসারি, ১৬০, অরবিন্দ সরণি, কলকাতা–৬	কর্পোরেশন গ্যারেজের পাশে
৩	৩১	পি–১৯, সিআইটি রোড স্কিম–৬–এম, কলকাতা ৫৪	ফুলবাগান মোড়ের কাছে
৪	২৫	৯–এ, বারানসী ঘোষ লেন কলকাতা–৬	সিমলা ব্যায়াম সমিতির কাছে
৫	৩৬	১০, হাসি স্ট্রিট, কলকাতা–৯	চামড়াপট্টি
৬	৬২	হাজি ডিসপেনসারি, ২১, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা–১৬	হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের ভেতরে
৭	৫৭	৪৮–কে, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে, রোড, কলকাতা–১৫	ধাপা মসজিদের কাছে
৮	৬৯	৩৬, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা–১৯	বালিগঞ্জ ফাঁড়ি (পেট্রোল পাম্পের পাশে)
৯	৮২	চেতলা ডিসপেনসারি, ২৯/৫, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা–২৭	কালীঘাট ব্রিজ থেকে নেমে দেশের খাবার মিষ্টির দোকানের বিপরীতে
১০	৯৬	লায়েলকা চেস্ট ক্লিনিক, লায়েলকা রোড, কলকাতা–৯২	বিজয়শ্রী মন্দিরের বিপরীতে (যুব সংঘ ক্লাবের কাছে)
১১	১১০	বৃজি রোড, গড়িয়া, কলকাতা–৭৬	গাজীপুকুর ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে
১২	১০৭	১০, পি, মজুমদার রোড, কলকাতা–৯	কায়স্থ পাড়া মোড়ের কাছে
১৩	—	—	—
১৪	১৩২	কলকাতা পুরসংস্থার ডিসপেনসারি, কলকাতা–৬০, পর্ণশ্রী পল্লি	উপেন ব্যানার্জি রোড, নববাণী সংঘ পার্কের পাশে
১৫	১৩৪	৬১, আলগরা মজদুর লেন, কলকাতা–২৪	পেট্রোল পাম্পের পাশে
১৬	১২৩	২, রাজা রামমোহন রোড, কলকাতা–৮	বেহালা চৌরাস্তা বাজারের কাছে

গত ১৬ জুলাই স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যরঞ্জন বক্সীর ১২০তম জন্ম দিবস পালন করা হল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। মহান বিপ্লবীর কন্যা গীতা বক্সী মাল্যদান করেন (ছবিতে)। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও কলকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন— পুরপিতা তথা বোরো চেয়ারম্যান বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, রতন দে, রতন মালাকার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ ও সত্যরঞ্জন বক্সীর ভাইপো সুব্রত বক্সী ও ৭২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সন্দীপ বক্সী। জয়শ্রী পত্রিকার পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন বিজয় নাগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম পরিষদের সদস্যরা। এদিনই সত্যরঞ্জন বক্সীর এক আবক্ষ মূর্তি তাঁর বাড়ির সামনের তাঁরই নামাঙ্কিত স্মৃতি উদ্যানে উন্মোচন করার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে তা সম্ভব হয়নি । খুব শীঘ্রই সেই মূর্তি উন্মোচন হবে জানালেন সুব্রত বক্সী।

উত্তর দিচ্ছেন অরিন্দম

প্রতিবন্ধী বোন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলে কোথায় যাবে?

প্রশ্ন ৪ :

আমি একটা ক্লাবের সেক্রেটারি, আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা দেখে এবং উপলব্ধি করে আপনার সুপরামর্শ চাইছি। এখানে এক ভদ্রলোক বহু আগে বাড়ি বানিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। ওনাদের ২ ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটি মানসিক প্রতিবন্ধী। ভদ্রলোক এবং ওনার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দু ছেলে বিয়ে করে বাবার বাড়িতে থেকে ভোগ দখল করলে ওদের বোন মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় পৈতৃক সম্পতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখায় সেই মেয়েটি বড়ই অসহায় অবস্থায় আছে। আমরা ক্লাবে কথা প্রসঙ্গে দুই ভাইকে জিজ্ঞাসা করায় ওরা জানায় mentally chalenged কোনও সন্তান বাবার কোনও সম্পত্তি ভাগ পায় না। এমনকি ওই বাড়িতে যে তিনজন ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা পায় দুই ভাই সমান ভাগ করে নিয়ে নেয়। মেয়েটি কোনও দিন খাবার পায়, কোনও দিন পায় না। এমতাবস্থায় আমাদের মেয়েটির সাহায্যে কি করণীয় জানালে ভাল হয়।

উত্তর ৪ :

যদিও এটি একটি সিভিল অবস্থার কথা জানিয়ে থানায় উকিলের পরামর্শের জন্য Dist করতে হবে। একটা জানিয়ে রাখি lenged বা এই ধরনের ছেলে বা পাবে। মামলা শুনানির পর কোর্ট দেখাশুনা সমস্তের জন্য কাকে পারেন, বর্তমানে Dist legal aid খোঁজ করলে পাবেন বিশদ কিছু Dist Welfare Officer–এর মামলা কিন্তু আপনারা যে কেউ এই মেয়েটির অসহায় একটি জেনারেল ডাইরি লিপিবদ্ধ করাবেন এবং একজন Legal aid authority সাথে কথা বলে একটি case file National trust Act নির্দেশ আছে mentally chal– মেয়ে যেই হোক না কেন পৈতৃক সম্পত্তির সমান অধিকার ইচ্ছা করলে এই ধরনের শারীরিক প্রতিবন্দী ব্যক্তির নিয়োগ করবে ওনার মতে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে authority। এই রাজ্যে প্রত্যেক session Courtএ জানার জন্য Dist Magistrate office এ (DSW) সাথে পরামর্শের জন্য দেখা করতে পারেন।

মাঙ্গলিকী

‘সে তো আজকে নয়’ সমৃদ্ধ পোয়েটস ওয়ার্লডের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানান কাজের চাপে (এবং জাদুর ‘ঝোলা’ নিয়ে ঘোরাঘুরির ফলে) বহু মাস পোয়েটস ওয়ার্লডের আসরে যাওয়া হয়নি এই প্রতিবেদকের। তবে কয়েক মাস আগে শেষ আসরটির ঔজ্জ্বল্য প্রতিবেদকের মনে এখনও উজ্জ্বল...

আনুষ্ঠানিক ভাবে আসর শুরু হওয়ার আগে সংগঠনের কর্ণধার ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হল মান্না দের সেই শাশ্বত গানের কয়েক কলি, ‘সেই তো আবার কাছে এলে’— কারণ বহুদিন পরে আসরে এলেন তাঁর অনেকদিনের সুহৃদ সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সংগঠনের সম্পাদক (প্রধান শিক্ষিকা) আলো পাল অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় এলেন। নবকুমার বিশ্বাসের কবিতা ‘এবং প্রশ্ন’ ছিল রাজনীতির ঘোলা জলের আবর্তে পড়ে আজ সমাজের সার্বিক অবক্ষয়কে চিহ্নিত করে, অতি তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা— অসাধারণ রচনা ঝর্ণা বিশ্বাসের কন্ঠে ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, ‘সেদিন দুজনে’–র পাঠ সকলেরই ভালো লাগলো (বিশেষ উল্লেখ্য, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের একটি মনোগ্রাহী বিজ্ঞানভিত্তিক নিবন্ধ শারদীয় ১৪২৪ আলিপুর বার্তা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হবে)। বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন তার জাদু ইতিহাস সমৃদ্ধ কাহিনী, ‘জিভ কেটে জোড়া দেওয়ার ম্যাজিক ও জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র’ (গত বছর আলিপুর বার্তার শারদীয় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত)। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সুহৃদ সুব্রত মুখোপাধ্যায় সংগঠনের বহু দিন ফেলে আসা দিনের কথা, অন্যান্য বিষয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। অসাধারণ ভালো লাগলো বাদল দাসের কবিতা ‘ক্ষয়িষ্ণু মর্মর’। ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁর দরদী গলায় গাইলেন, ‘তুমি তো সেই চলেই যাবে’, ‘ও নদীরে’ ‘কালো জলে’ প্রভৃতি গান। আবার সাহিত্য সংস্কৃতির অন্য এক আঙিনায় গিয়ে শোনালেন কয়েকটি রসোত্তীর্ণ ‘চুটকি’। ভালো লাগল মিনতি গুপ্তের কবিতা, ‘রামায়ণের কাহিনী’। বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী বিশ্বনাথ ব্যানার্জী শোনালেন ৭০–এর দশকের সেই উজ্জ্বল আধুনিক বাংলা গান, ‘কে যেন গো ডেকেছে আমায়’— এই প্রতিবেদক সহ অনেকেরই মনকে করলেন স্মৃতি মেদুর... শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র শোনালেন ১৯৪৫ সালে তাদের বাড়িতে ১লা বৈশাখ পালনের কথা— সকলের মন ছুঁল আসরে জাদুও ছিল— রুমাল ও মুদ্রা নিয়ে সুন্দর জাদু দেখালেন তরুণ জাদুকর (সাংবাদিক) প্রিয়ম গুহ। এছাড়াও স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন শ্রুতকীর্তি দাশগুপ্ত, আবীরা ব্যানাজী, ছবি দে প্রমুখ। গান শুনিয়েছেন মণিমালা পাল, বনানী ব্যানার্জী প্রমুখ। সঞ্চালিকা আলো পালের সঞ্চালনা যথাযথ (‘মেদ বর্জিত’ সঞ্চালনা যাতে নিজের কথা থাকে না)। তবে তিনি কি এদিন কিছু আলাদাভাবে শুনিয়েছেন? চা বিস্কুটের সাথে সকলের প্রাপ্তি ঘটল টফির। দুঘন্টার আসর ‘দূরন্ত’ গতিতে শেষ হল তবে বলা যেতেই পারে, ‘আবার আসিবই আসিব ফিরে পোয়েটস ওয়ালের্ডের আসরে আগামী দিনে’...

যোগাযোগ : ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। মোবাইল : ৯৮৩০৯৫১৫৯

‘সে তো আজকে নয়’ সমৃদ্ধ রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সত্যিই তাই হয়ে গেছে কুঁদঘাটের ৬০ বছর পার করা রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের বার্ষিক সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। তবু আজও এই প্রতিবেদকের মনে তার স্মৃতি উজ্জ্বল। আসলে, অসাধারণ এই অনুষ্ঠানটির রিপোর্ট অন্যান্য রিপোর্টের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল, এ জন্যে এই প্রতিবেদক দুঃখিত...

অনুষ্ঠান হয়েছিল যথারীতি কুঁদঘাটের ব্যানার্জী পাড়া রোডস্থিত তিওয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ের বিরাট হল ঘরে। কানায় কানায় ভর্তি ছিল সব আসন। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা, স্বনাম খ্যাত কবি গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু হল বরিষ্ঠ সদস্য সৌরীন চ্যাটার্জির স্বাগতঃ ভাষণের মাধ্যমে। পাঠাগারের বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর সংগঠনের সঙ্গীত শিল্পীদের সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন (প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে)। সৌরীন বাবু এরপর একটি লিখিত ভাষণ পাঠের মাধ্যমে কবি গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল কবি পরিচিতি তুলে ধরলেন— একেবারেই প্রচার বিমুখ, অথচ উজ্জ্বল কবি হিসাবে সুদীর্ঘ কাল বাংলা কাব্য জগতে তাঁর উজ্জ্বল বিচরণের কথাই বললেন।

এর আগে অবশ্য পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রত্নেশ্বর হাজরা, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চয়ন ব্যানার্জী (পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক), নিমাই মিত্র, অসীমা মুখোপাধ্যায়। সৌরীন বাবুর কবি গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি পাঠের পরে কবিকে এবছর সংগঠনের তরফে সংবর্ধনা জানানো হল। কবির হাতে সংগঠনের তরফে সভাপতি তুলে দিলেন পুষ্প স্তবক, বিবিধ উপহার— সকলের করতালির ‘গর্জন’এ মুখরিত হল সভাঘর। সংবর্ধিত কবি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে (প্রকৃতই কবির ‘ভিতর ও বাহির’ এক) বললেন, শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার মাধ্যমেই তাঁর এই আসরে আসা, এই সম্মান পাওয়া— শ্রদ্ধেয় শ্রীহাজরা হলেন তাঁদের মত কবিদের ‘অভিভাবক’ (প্রকৃত কথাই বলেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়— বিভিন্ন আসরে বহু অনুজ অথচ স্বনামখ্যাত কবিরা বাংলার আধুনিক কাব্যজগতে কবি রত্নেশ্বর হাজরাকে তাঁদের ‘অভিভাবক’ই মনে করেন। যেমন মনে করেন কবি দীপ মুখার্জি। যেমন মনে করতেন ‘হঠাৎ চলে যাওয়া’ এই প্রতিবেদকের বহুদিনের বন্ধু উজ্জ্বল কবি অপূর্ব দত্ত...)। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বললেন এই আসরে এসে পাঠাগারের তরফে এতজন বরিষ্ঠ ব্যক্তি যে সুষ্ঠ সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে সকলকে নিয়ে নানান কাজ করে চলেছেন, ছোটদেরও অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন (টিভির পর্দা থেকে, কার্টুন–দর্শনের ‘মৌতাত’ থেকে সরিয়ে আসার জরুরি প্রচেষ্টা) তা জেনে তাঁর খুবই ভাল লাগলো। আরও বললেন, সংগঠনের মাসিক সাহিত্য সভায় এবার তিনি অবশ্যই আসবেন। এরপর কবি সভাকে উজ্জ্বল করলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে— ‘ছেলেবেলা বড়বেলা’, ‘নতুন কিছু লিখছি’— অসাধারণ দুটি বাঙ্ময় কবিতা...

সম্প্রতি ছোটদের নিয়ে পাঠাগারের যে বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় এদিন তাদের মধ্যে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দিলেন রত্নেশ্বর হাজরা। গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চয়ন ব্যানার্জী, নিমাই মিত্র ও আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক। অতঃপর আসর ‘তারাদের ঝিকিমিকি’তে উজ্জ্বল হল কচিকাঁচাদের আবৃতিতে, গানে— অংশ গ্রহণ করল শুভনিকা, অপ্রতিম, অভিমিত্র, সমাদৃতা, সায়ক, নৈনিকা...

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জী সকলকে সমৃদ্ধ করলেন পাঠাগারের ৬৫ বছরের পথ চলার কথা সংক্ষেপে বলে ‘সেলাম, মার্শাল সাহেব (!) সেলাম!’

অতঃপর শুরু হল বড়দের কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গান, শ্রুতিনাটক পরিবেশন; আসর পেলো ‘রামধনুর রঙ’ আর এর ফলে নিরুচ্চারে ঘোষিত হল যে কথা তা হল আগামী দিনে পাঠাগারের মাসিক সভা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের আরও আরও সুধীজনের যোগদানে আসর হয়ে উঠবে ‘ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী’–র অবস্থায়— তবুও বলা যেতেই পারে ‘না হয় কিছু ভারী হবে আমার তরীখান, তাই বলে কি ফিরবে তুমি, আছে আছে স্থান’...

সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের সঞ্চাচালিকা কবি সঙ্গীত শিল্পী গীতা অধিকারী এদিনও আসরকে বেঁধে রাখলেন উঁচু মাত্রায়। ‘সেলাম আসরের সঞ্চালিকা–রাণী সেলাম!’...

আসর চলতে থাকে ‘রাত্রি ৯টা পার করে— প্রতিবেদক তখন সংগঠকদের কাছে অনুমতি চেয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ধাবমান হলেন মেট্রোর পথে।...

আরও : কবি রত্নেশ্বর হাজরা কি এদিন কিছু শুনিয়েছেন? শুনিয়েছেন বৈকি— ছোটদের জন্য লেখা তাঁর ‘রামধনু রঙে আঁকা’ কবিতা, ‘সবুজ পরীকে নেমন্তন্ন’...

অভিবন্দনার ফটোগ্রাফী কার্নিভাল

সুমিত দাশগুপ্ত : গত ৯ থেকে ১২ জুলাই ‘সৃষ্টি’ গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় ‘অভিবন্দনার ফোটোগ্রাফি কার্নিভাল’ শিরোনামে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তিন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ দত্ত এবং অতনু পাল। এছাড়াও যারা উদ্বোধন করেন তারা হলেন প্রত্যুষ ঘোষ ডিজিএম মেট্রো রেল, অভিনেত্রী শাশ্বতী গুহঠাকুরতা এবং ডাক্তার আনন্দ চন্দ। প্রদর্শনীতে ৩১ আলোচিত্রীর

কাজ দেখার সুযোগ ঘটল। প্রদর্শনীর আলোকচিত্রগুলির অধিকাংশই বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে খুবই সাধারণ মাপের। আমাদের কলকাতায় আলোকচিত্র নিয়ে অনেক শিল্পীই নানারকমের সৃষ্টি ধর্মী কাজ করছেন। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে তার কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। অংশগ্রহণকারী আলোকচিত্রীদের মধ্যে যাদের কাজ উল্লেখযোগ্য তারা হলেন অভিমন্যু দাস, মধুমিতা মুখোপাধ্যায়, রিদীপ বিশ্বাস, সন্দীপ সরকার, বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয় রায়, সুমনা দে মজুমদার, তাপস রায়, পূর্বফাল্গুনী পাল এবং রাহুল গুহ। আশাকরি ভবিষ্যতে এদের কাছ থেকে আরও উন্নততর আলোকচিত্রের দেখা পাব।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৬–১৭ বর্ষব্যাপী শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে রবিবার ১৬ জুলাই সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ আলোচনা

চক্রের। আলোচনার বিষয় ছিল ‘‘শিক্ষা ও সংস্কৃতি’’। এই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করতে এলেন বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল মাননীয় কেশরী নাথ ত্রিপাঠী। শান্তি পাঠ করলে স্বামী কেশবানন্দ। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দিলেন অধ্যাপক সমীর কুমার বসু। একে একে বক্তব্য রাখলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. পবিত্র গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বুধাত্মানন্দ। সবশেষে ভাষর দিলেন মাননীয় রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠ। প্রতিটি বক্তাই স্বামী অভেদানন্দের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. সুভাষ সাহা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন রামকৃণে বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দ। শেষ মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী সাধন পান্ডে। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের পুষ্প স্তবক, গ্রন্থ, মিষ্টি, স্মারক উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। ভক্ত বৃন্দের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছিল।

শব্দের ঝংকার : আলোচনা সভা

‘শব্দের ঝংকার’ পত্রিকার ৩৮০তম মাসিক সাহিত্য অধিবেশন শালকিয়ায় তারাপদ স্মৃতি ভবনে ২রা জুলাই অনুষ্ঠিত হল। এ মাসের আলোচ্য বিষয় ছিল ‘কবির অনুভূতিতে বর্ষার প্রাকৃতিক রূপ’। ছিল কবিতাপাঠ, সঙ্গীত। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামল বিশ্বাস। প্রধান অতিথি শিশির বোলার আলোচনা পর্বের সূচনা করেন। গ্রামের বর্ষার রূপ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল থৈ থৈ মাঠ–ঘাট, টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার টুপ টাপ শব্দ, জমা জলে কাগজের নৌকো ভাসানো, মাছ ধরা, ইত্যাদির বর্ণনা তুলে ধরেন আলোচক গণ যথাক্রমে বাসুদেব চক্রবর্তী, সঞ্জীব চৌধুরী, মনন দাস, দূর্জয় বিশ্বাস, অভিজিৎ আচার্য, সৌম্য ঘোষ, চিরন্তন মুখার্জী, রঞ্জন চৌধুরী, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল। দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ গাঙ্গুলী। কবিতা পাঠে অংশ নেন যথাক্রমে নিত্যানন্দ দাস, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ঝুনু ভৌমিক, সুজিত নস্কর, নিপা চক্রবর্তী, আরতি দে, কাকলি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা কুন্ডু কয়াল, সুদীপা সাহা প্রমুখ। প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করেও ২৬ জনের উপস্থিতি এক নজির হয়ে থাকল। এ জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় স্বপন পাল।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সীর ঘোষ : প্রতি বৃহস্পতিবার ৬–৩০ মিনিটে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা–২৯) ‘‘নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’’এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে থাকে। সেই মত গত বৃহস্পতিবার ১৩ জুলাই যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল, তার বিষয় ছিল ‘‘সার্ধ শতবর্ষে স্বামী অভেদানন্দ’’। ভাব গম্ভীর পরিবেশে আলোচনার শুরুতে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি স্বরচিত গান ‘‘বীর সন্ন্যাসী অভেদানন্দ’’ গেয়ে শোনান। প্রধান বক্তা ‘‘শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে’’র সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। সাবলীল ভঙ্গিতে

অভেদানন্দের জীবনের নানা দিক তিনি তুলে ধরলেন। সভাপতির আসল অলংকৃত করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী। তিনি অভেদানন্দের পরিব্রাজক জীবনের উপর অসাধারণ আলোকপাত করলেন। শেষে ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন তিনটি গান; ‘‘শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত পুত্র’’, ‘‘একবার বিরাজ গো মা’’, ‘‘পাখি তুই ঠিক বসে থাক’’। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত। আলোচনা চক্রের সূচনা করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহঠাকুরতা।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

মৃত্যুঞ্জয়ী কমলা

(ভাষ্য–পাঠ ও সঙ্গীত সমৃদ্ধ সিডি – পরিচালনা জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় / প্রকাশনা –ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড, কলকাতা–৩০ / মূল্য ১০০ টাকা) – ষাটের দশকে আসামে–র বাঙালী–প্রধান কাছাড়ে জোর করে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা অহমিয়া–কে প্রধান ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। শিলচর–করিমপুর সহ গোটা কাছাড় জেলার বাঙালী ভাষাভাষীরা বাংলা ভাষাকে জোর করে হটিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করেছিলেন, যার চরম মুহুর্ত ঘটে ১৯শে মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে। পুলিশের গুলিতে নানা বয়সের ১১ জন বাঙালী আহত হয়েছিলেন, আহত আরও অনেক। সেই এগারো ভাষা–শহিদ–দের মধ্যে একমাত্র মহিলা ছিলেন কমলা। নির্ভীক কমলার জীবনের শেষ দিনটির নাটকীয় ঘটনাকে গানে–ভাষ্যে বাঙ্ময় করে তোলার পরিশ্রমী প্রয়াসের ফসল এই সি–ডি। ভাষ্য পাঠে রূমানা চৌধুরী অনবদ্য, দিলীপ কান্তি লস্করের ভাষ্য–পাঠও ভারসাম্য রক্ষা করেছে। চন্দন ভট্টাচার্যের আবহ–সঙ্গীত এই মরমী কথন–কে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। টুকরো টুকরো দৃশ্যান্তরে, কখনও কখনও সাক্ষাতকারের ঢং–এ কাহিনীটিকে বিধৃত করার প্রয়াসটি শ্রোতাদের আগ্রহ–কে টান টান ধরে রাখতে পেরেছে। বিনোদন মূল্য নয়, এই গ্রন্থনার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। কোনও স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা–র মর্যাদা রক্ষার জন্য এমন আবেগের ঘটনা গোটা দুনিয়ায় অতি–বিরল অথচ নিছক রাজনীতির কূটচালের জন্য সরকারীভাবে এমন ঘটনাকে বিস্মৃতির অন্তরালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে! ধন্য ভারত–মাতা!

শব্দের ঝংকার

(সম্পাদক – সুনীল মুখোপাধ্যায় ও স্বপন পাল / বৈশাখ ১৪২৪) কবি–প্রণাম সংখ্যায় কবিগুরু–কে নিয়ে বেশি কবিতা নেই। হয়তো এটা ভালোই হয়েছে, কারণ রবি–প্রশস্তি লিখতে গিয়ে বেশীরভার কবিরাই গদগদ হয়ে পড়েন, সেসব লেখাকে আর যাই হোক রবিচর্চা বলা চলে না। অমর কুমার দাস, রঞ্জন চৌধুরী, নিত্যানন্দ দাস, সনত কুমার ঘোষ, সুতপা মুখার্জী, সন্ধ্যা ধাড়া, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝুনু ভৌমিক, অনিল ভট্টাচার্য প্রমুখ ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। অবাক করেছেন অরুণ ব্যানার্জী, জীবন থেকে নেওয়া এমন এক টুকরো ছবি যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস। সাংস্কৃতিক সংবাদ বিভাগটি বেশ জনপ্রিয়। বহু পত্র–পত্রিকা এবং লেখক–পাঠক দের কাছে ক্রমেই এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩, ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড (জেলিয়াপাড়া বাই লেন), সালকিয়া, হাওড়া–৭১১ ১০৬)।

কচি কাঁচা সবুজ সাথী

(কৃষ্ণা নাহা/দেবাশীষ রায়শর্মা/বিধান সাহা – বৈশাখ সংখ্যা) এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নতুন গোলাপী রঙের ছোঁয়া বেশ প্রীতিপ্রদ। ছোটদের উপযোগী কবিতা রয়েছে অনেক, কিন্তু ছোটদের বোধ বা মননের উপর দিয়ে চলে যাবে এমন কবিতাও কয়েকটি দিব্যি এখানে ঢুকে পড়েছে – আরতি দে, সাবিত্রী নন্দী, মানস রঞ্জন গুপ্ত, অজিত পাল, ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। গদ্য বিভাগে দীর্ঘ নিবন্ধ (ভৃত্য শাসনে ..) বিষয়ে বিন্যাসে ছোটদের পক্ষে কতটা বোধ্য হবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। বেশ কটি ছোট ছোট গল্পিকা রয়েছে যেগুলো মজাদার ও সহজবোধ্য। কচি পাতা (সম্পাদক – কৃষ্ণা নাহা) ছোট বয়সের লেখকদের লেখা গুলির মধ্যে ওদের স্বপ্ন, হতাশা, আকাঙ্খার কথা বেশ ভালোই ফুটেছে। মহঃ কবীর, অনামিকা চক্রবর্তী, অভিজিত ভট্টাচার্য. সানিয়া খাতুন, আসিম আহমেদ প্রমুখের লেখায় সম্ভাবনার পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে। দু–দুটি পত্রিকা একই মলাটে পাওয়া যাচ্ছে, এতে পাঠকদেরও সুবিধা। (পত্রিকার ঠিকানা – ৮৯এ, জজবাগান, কলকাতা–৮২) ।

যুগ সাগ্নিক

(সম্পাদক – প্রদীপ গুপ্ত – বৈশাখ সংখ্যা ১৪২৪) কবিতাটির প্রথম পর্বেই একগুচ্ছ কবিতা। সেখানে প্রতিষ্ঠিত কবিদের পাশাপাশি তরুণ কবিরা সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন। রত্নেশ্বর হাজরা, মৃণাল বসু চৌধুরী, কৃষ্ণা বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাথে দুর্গাদাস মিদ্যা, ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল, মৌমিতা ঘোষ, নাহিদা আসরাফী ও আরও অনেকে ভালো কবিতা হাজির করেছেন। সদ্য–প্রয়াত কালিকাপ্রসাদের উদ্দেশ্যে লেখা পামেলা সরকারের কবিতাটি মন ছুঁয়ে যায়। গল্প গুচ্ছ–১ এ ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বয়ং সম্পাদক প্রদীপ গুপ্ত সুন্দর গল্প পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। ২৫০ পাতারও বেশী পত্রিকা জুড়ে প্রচুর লেখা (ছড়া / গল্প / কবিতা) রয়েছে। গোটা তিনেক ভ্রমণ–কথা ঠাঁই পেয়েছে, লেখা গুলির সাথে কয়েকটি ফটো (অন্ততঃ সাদা কালোয়) ছাপা হলে পত্রিকার মান বাড়ত। শংকর ব্রহ্ম–এর নিবন্ধটি (ষাট দশকে বাংলা কবিতা ...) কিছুটা তাত্বিক হয়ে গিয়েছে, সাধারণ পাঠক কিংবা কবিতায় অনাগ্রহী পাঠক–দের আকর্ষণ করবে কিনা সন্দেহ। সব মিলিয়ে যুগ সাগ্নিক বেশ পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে এটা অবশ্যই সুখের কথা। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৫৬এ, নেতাজী নগর, কলকাতা–৭০০ ০৯২ / 9051471075)

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল / বর্ষা ১৪২৪) পশ্চিম পুটিয়ারী–র তরুণ দল ক্লাবের উদ্যোগে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির ৩১ বর্যের দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদে মেঘ–এর মন–কাড়া ছবি প্রথমেই চোখ টানে। বর্তমান সংখ্যাটির শীর্ষ রচনা (অচেনা বিভূতিভূষণ)–র উপর বেশ কয়েকটি নিবন্ধ রয়েছে। তারাশঙ্কর দত্তের লেখাটি সর্বোত্তম। বিভূতিভূষণের এমন রক্ত–মাংসের চিত্রণ ইতিপূর্বে চোখে পড়েছে কি। সীতারাম ভগতের লেখাটিও সমৃদ্ধ। চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষিত থেকে আলোকপাত। অবশেষ দাসের কবিতাটি শান্তিনিকেতনের মেদুর স্মৃতি–রোমন্থন করায়। এছাড়াও অর্চনা ঘোষ, বিধান সাহা, পার্থসারথি সরকার, শেফালি চক্রবর্তী, প্রশান্ত মাইতি, শংকর দাস, শমিত কুমার দাস প্রমুখেরা ভালো লিখেছেন। মানস চক্রবর্তী, মৃত্যঞ্জয় কুণ্ডু, প্রদীপ সাহা, মিনু প্রধানের মুন্সিয়ানায় এই সংখ্যার ছড়ার পাতাটিও বেশ জমে গেছে। জাদু নিয়ে বেদ মোহন ঘোষ–এর নিবন্ধটি অন্যভাবে ম্যাজিক–কে চিনিয়ে দেয়। হাসির গল্পে সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল আবার তার দাপট দেখিয়েছেন দাপট গল্পে। শেষ পাতে মিষ্টির মত হাসতে মানা কেবল হাসায় নি, ভাবনার খোরাক–ও জুগিয়েছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০, ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)।

ত্রিকাল

(সম্পাদক – বিশ্বেশ্বর রায় / বৈশাখ ১৪২৪) – বড় আয়তনের পত্রিকাটির প্রচ্ছদ নজর কাড়ে। মোহিত গুপ্তের স্মৃতিকথা (হারিয়ে যাওয়া নটীরা) আমাদের রঙ্গমঞ্চের অজানা দিকে আলোকপাত করেছেন। খুবই মুল্যবান লেখা। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের লেখাটিও (যোগী সাধু হরিদাস) উপভোগ্য। বিশ্বেশ্বর রায়ের গল্পটি কিন্তু মেলোড্রামা–নির্ভর। বিপুলের চোখ দিয়ে মিঠুর তিল তিল পরিণতির কথা লিখেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র মিঠুর মনের কথা একবারও লেখকের কলম থেকে বেরুলো না! দীর্ঘ সময়কালে বিস্তৃত কাহিনীটিকে মনে হয় কোনও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত–সংস্করণ। সন্তান লাভের আশায় শাশুড়ীর প্ররোচনায় মিঠু নিজেকে কেন তান্ত্রিকের খপ্পরে সঁপে দেবে! গ্রামের মেয়েরা কি প্রতিবাদ করতে অক্ষম! অন্য গল্পগুলির রচনাভঙ্গী মামুলি। ছড়া / কবিতায় দীপ মুখোপাধ্যায়, তপংকর চক্রবর্তী, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর নিজেদের চেনাতে পেরেছেন। অরুণোদয় ভট্টাচার্যের পাঁচটি লিমেরিক ঠাঁই পেয়েছে। বাকী গুলি উতরে গেলেও চতুর্থ–টিতে ছন্দ–পতন ঘটে গেছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৫৮২, রাজডাঙা মেন রোড, কসবা নিউ মার্কেট (২য় তল) – এস ৫০, কলকাতা –700107)।

অরূপ রতন

A Tribute To The Saint Like Poet Rabindranath

(দীপক কুমার গুপ্ত / প্রকাশক – বিমল মুখোপাধ্যায়, হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২ / দাম ৩৫ টাঃ) বইটি ১২ বছর আগে (মে ২০০৫) প্রকাশিত। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলী থেকে ১১৯ টি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। নোবেল কমিটি–তে পেশ করার জন্য রবি ঠাকুর নিজেই ইংরাজীতে গীতাঞ্জলী অনুবাদ করে ছিলেন। পরবর্তী কালে (সম্ভবতঃ সত্তরের দশকে) কেতকী কুশারী ডাইসন–ও কিছু রবি–কাব্য অনুবাদ করেছিলেন এবং সেই সময়ে রবি ঠাকুরের অনুবাদে কিছু দুর্বলতার কথাও বুদ্ধিজীবি মহলে পরোক্ষ চাউর হয়েছিল। নিজের সৃষ্টি কে স্বয়ং স্রষ্টা যে ভাবে ইংরাজীতে প্রকাশ করেছিলেন সেটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আদৌ রুচিসম্মত কিনা সে প্রশ্ন না হয় মুলতুবি থাক, কিন্তু পূর্বে অনুদিত কবিতা–কে ফের ইংরাজীতে অনুবাদ করার প্রয়োজন কেন হল সেটা বোঝা গেল না। অনুবাদগুলি মূল কবিতা–কে হুবহু অনুসরণ করেছে কিন্তু তার ফলে অনুদিত কবিতাগুলিতে কাব্যময়তা সেভাবে ফুটে ওঠে নি। গীতাঞ্জলীর বদলে রবি ঠাকুরের অন্যান্য কিছু কবিতা অনুবাদ করার প্রয়াস করলে হয়তো এই গুণগত তুলনার প্রয়োজনই হত না।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

চ্যাপেল তত্ত্ব উড়িয়ে

বয়স নয় অভিজ্ঞতাই শেষ কথা, প্রমাণ করলেন ফেডেরার

অরিঞ্জয় মিত্র

ফের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব মেলে ধরলেন সুইস তারকা রজার ফেডেরার। গৌরবান্বিত টুর্নামেন্ট উইম্বলডন জিতে নিজের কেরিয়ারে ৮ বারের জন্য এই জায়গায় পা রাখলেন তিনি। রবিবার ফাইনালে হাটুর বয়সী ক্রোয়েশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে একরকম উড়িয়ে দিলেন তিনি। ৮ বার উইম্বলডন জেতা ছাড়াও ১৯ তম গ্র্যান্ডস্ল্যাম খেতাব ঘরে তুললেন এই চিরযুবা। ৩৫ বছর বয়সে উইম্বলডন জিতে করলেন সবথেকে বেশি বয়সে এই টুর্নামেন্ট জেতার রেকর্ড। এর আগে আর্থার অ্যাশ ৩২ বছর বয়সে উইম্বলডন জিতেছিল। তাছাড়া বিয়ন বর্গের রেকর্ড ভেঙে ৪১ বছর পর কোনও সেট না হারিয়ে এই টুর্নামেন্ট জিতলেন তিনি। রজার ফেডেরারের এই জয় নিয়ে এখন সারা দুনিয়া উত্তাল।

ফের প্রমাণ হল বয়সটাই সবকিছু নয়। খিদে থাকলে মানুষ সব কিছু করতে পারে। তার ওপর তাঁরা যদি আবার মাস্টার হন। তাই গ্রেগ চ্যাপেলের মতো তারকা যতই ইয়ং জেনারেশন নিয়ে মাতামাতি করুন না কেন, এটা আবার বোঝা গেল খেলায় বা যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কাজে এখনও অভিজ্ঞতার দাম কতটা। সে ফেডেরার হোন বা সৌরভ-শচীন। এখনও যে কোনও ম্যাচে সিনিয়াররাই শেষ কথা বলে থাকেন। এই যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কথাই ধরা যাক না কেন। ২০১৯ বিশ্বকাপে যতই তারুণ্যের সংমিশ্রণের কথা বলা হোক না কেন, এখনও একজন মহেন্দ্র সিং ধোনি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠতে পারেন। তাই অভিজ্ঞতাকে যাঁরা দূরে সরানোর দাবি তোলেন অহরহ তাঁদের ফেডেরারের জয় থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ২০১০-এ ফেডেরার শেষবার জিতেছিলেন উইম্বলডন। এর ৭ বছর পর এক ফর্ম ধরে রাখা চাট্টিখানি কথা। তাও এই মধ্য তিরিশে।

ফাইনালে স্ট্রেট সেটে অর্থাৎ তিনটি সেটেই প্রতিদ্বন্দ্বী মারিন চিলিচকে হারালেন রজার। বস্তুত এতটা কর্তৃত্ব নিয়ে খেললেন যে ফাইনালের চাপ-টাপ কিছু অনুভব করাই গেল না। এখানেই যাকে বলে মার দিয়া কেল্লা হাঁকালেন ফেডেরার। জকোভিচ, নাদালদের জমানাতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরলেন গোটা টেনিস বিশ্বের কাছে। বিয়ন বর্গ, জন ম্যাকেনরো, জিমি কোর্নস, ইভান লেন্ডন, বরিস বেকাররা একসময় টেনিস সার্কিট কাঁপিয়েছেন। জিতেছেনও অনেক গ্র্যান্ডস্ল্যাম তথা বিশ্বসেরা টুর্নামেন্ট। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন রজার। প্রমাণ করলেন এখনও টেনিস বিশ্বে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অন্যদিকে উইম্বলডনের মহিলা বিভাগে নিজের আইডল, যাঁকে দেখে বেড়ে ওঠা সেই ভেনাস উইলিয়ামকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ট্রফি জিতলেন স্প্যানিশ তারকা গারবিন মুগুরুজা। অবশ্য তারকা সে অর্থে তাঁকে বলা যাবে না। এর আগে ২০১৬ তে ফরাসী ওপেন জিতেছিলেন এই স্প্যানিশ যুবতী। তারপর উইম্বলডন-২০১৭। এবার তাঁকে আক্ষরিক অর্থে তারকা বলাই চলে। তাও যেখানে ভেনাস উইলিয়ামসকে হারিয়ে এই জয় সেখানে তাকে তো তারকার আসন দিতেই হবে। ২০১৫ সালের একটা বদলাও নেওয়া হয়ে গেল মুগুরুজার। কারণ সেবার উইম্বলডনের জয়ের একেবারে কাছে চলে এসেও ফাইনালে হারতে হয়েছিল ভেনাসের বোন সেরেনার কাছে। সেই অর্থে উইলিয়ামস পরিবারের একজনকে হারিয়ে তিনি মধুর প্রতিশোধও তুললেন বটে।

উইম্বলডনের মহিলা ডবলস জিতে নিলেন কোনও প্রত্যাশিত জুটি বা তারকা নয়। নিতান্তই পিছনের সারি থেকে উঠে এসে এই খেতাব জিতলেন একাতেরিনা মাকারোভা ও এলেনা ভেসনিনা। এও এবারের উইম্বলডনের এক বড় প্রাপ্তি বটে। একসময় অবশ্য ভারতীয়রা নানাভাবে দাগ কেটেছে এই গ্র্যান্ডস্ল্যাম টুর্নামেন্টগুলিতে। তার মধ্যে লিয়েন্ডার পেজ-সানিয়া মির্জাদের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। এখন অবশ্য ভারতীয়দের সেই দাপট টেনিস এরিনায় নেই। সেদিক থেকে ব্যাডমিন্টনে অনেক ভালো করছে ভারতীয় তারকারা। তার মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় শ্রীকান্ত, সাইনা, পিভি সিন্ধুর নাম। গুরু গোপীচাঁদের ছাত্রদের দাপট চলছে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়।

ফিরে আসি ফেডেরারে। যে কর্তৃত্ব ও বলিষ্ঠতা নিয়ে রজার উইম্বলডন জিতলেন তাতে মনে করা যেতেই পারে তার কেরিয়ার আরও দীর্ঘায়িত হল। কারণ এখনও তার র‍্যাকেট যে কথা বলছে তা বারবার প্রমাণ পাচ্ছে। সৌরভ যখন ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তার পর আরও ৫ বছর চুটিয়ে খেলতে পারতেন তিনি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অভ্যন্তরীন চিত্রনাট্য মহারাজকে দ্রুত অবসরে যেতে বাধ্য করে। ফেডেরারের ক্ষেত্রে অবশ্য সেই বাধ্যবাধ্যকতা নেই। এখন যদি ফর্মের চূড়ান্তে থাকতে থাকতে তিনি সরে যান তাহলে আলাদা ব্যাপার। না হলে রজারের পক্ষে এখনও আগামী ২-৩ বছর গ্র্যান্ডস্ল্যাম সার্কিটে দাপিয়ে বেড়ানোর কথা।

বস্তুত বয়সের থেকেও অভিজ্ঞতা ও ফিটনেস এখানে শেষ কথা বলবে। আর সত্যি বলতে তিনি তো এখনও চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন। তাও আবার উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে। সেদিক থেকে রজার ফেডেরারকে এখনও অপ্রতিরোধ্য ফেডেরার বলাও চলে। যাঁর অশ্বমেধ ঘোড়া এখনও ছুটে চলেছে সমান তালে। যাতে ছেদ পড়ার কোনও আবহ এখনও গড়ে ওঠেনি। সুতরাং এই বুম-বুম ফেডেরার ম্যানিয়াক এখনও চলছে, হয়তো চলবেও আগামী বেশ কিছুদিন তথা বছর।

নেইমারকে দলে রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত বার্সা

পাঁচুগোপাল দত্ত

তিনি শুধু ব্রাজিল দলের হৃৎপিণ্ড তা নয়। নেইমার ছাড়া তার ক্লাব বার্সেলোনাও অকেজো। আর দলের সেই ফুটবল নিউক্লিয়াস কিনা হাতছাড়া হতে বসেছিলেন। ক্লাব কর্তাদের তো মাথায় হাত পড়ে যাওয়ার জোগাড়। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিশাল অঙ্কের টাকা গুণে নেইমারের সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি সেরে ফেললেন বার্সার ম্যানেজাররা। নয়া চুক্তি অনুযায়ী এই ব্রাজিলিয় তারকাকে দলে শামিল করতে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো খসাতে হচ্ছে বার্সেলোনাকে। আগেরবারের থেকে যা অনেকটাই বেশি। বছর পিছু এই টাকা গুণতে হবে এই দুরন্ত তারকার জন্য। অন্তত এমনটাই শোনা যাচ্ছে ক্লাবের একেবারে শীর্ষ কর্তাদের মুখে। সেজন্যই আত্মবিশ্বাসী কর্তারা বলে দিচ্ছেন, আমরা নেইমারকে রাখার ব্যাপারে শুধু নিশ্চিত নই, শতকরার মধ্যে ২০০ ভাগ নিশ্চিত।

এই খবরটা এমন সময় ফুটবল বিশ্বের সামনে এল যখন নেইমারের বার্সা ছাড়া নিয়ে জল্পনা রীতিমতো শোরগোল তুলেছিল চারদিকে। শোনা যাচ্ছিল স্পেনের মায়া কাটিয়ে তিনি হয় ইংল্যান্ড নয় নেদারল্যান্ডসের নামি ক্লাবে যোগ দেবেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সি গায়ে তাঁকে অনেকেই দেখতে শুরু করেছিলেন। আবার অপর অংশটি মনে করছিল ব্রাজিলের তারকা সম্বলিত ক্লাব পিএসজিতে যেতে পারেন তিনি। ব্রাজিল মিডিয়া তো এ নিয়ে ব্যাপক সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে উঠেছিল পিএসজি'র জার্সি গায়ে চাপানো নেইমারের ছবি। যদিও যাবতীয় ফুটবল জার্নালের খবরকে হেলায় উড়িয়ে আবারও বার্সাতে থাকা একরকম নিশ্চিত করে ফেললেন নেইমার।

বার্সেলোনার নতুন কোচ আর্নেস্তো ভালভের্দে জানিয়েছেন, ইভান রাকিতিচ বা আন্দ্রে গোমেজকে বিক্রি দেওয়ার কোনও অভিপ্রায় নেই তার বা তাদের ক্লাবের। অন্যদিকে স্প্যানিশ মিডিয়ায় রয়টার হয়ে গিয়েছিল পিএসজি'র মার্কো ভেরাত্তিকে দলে নিতে এই দুই তারকা প্লেয়ারকে বেচে দেবে বার্সা। এখন কোচের কথায় দেখা যাচ্ছে সে কথাটাও ঠিক নয়। বরং ওই দুই তারকাকে যোগ্য সম্মান ও অর্থ দিয়েই বার্সাতে রেখে দিতে চায় দল। কোচ বলেছেন, নতুন কোনও খেলোয়াড় নয়, পুরনোদের নিয়েই আপাতত ভাবছেন তিনি। আর সেই নকশায় নেইমার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম তা বলাইবাহুল্য। প্রসঙ্গত, বার্সাতে নেইমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলে থাকেন আরও এক বিশ্বখ্যাত তারকা লিওনেল মেসি।

অন্যদিকে ফুটবল কেরিয়ারে আজীবন যে ক্লাবে ঘরের ছেলের স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি ইতালির সেই রোমাতেই নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন একসময়ের সাড়া জাগানো তারকা ফ্রান্সিসকো তোত্তি। ইতালির এই প্রাক্তন তারকা ফরওয়ার্ড এবার থেকে নিজের সুদক্ষ কোচিংয়ে রোমাকে দেশের সেরা করে তুলবেন। এই কথাটাই শোনা যাচ্ছে ইতালিয় ফুটবলের অভ্যন্তরে।

DHAI AKHAR / LETTER WRITING CAMPAIGN

জাতীয় পত্রলিখন প্রতিযোগিতা

(বাংলা, হিন্দি অথবা ইংরাজী)

বিষয় ঃ

'বাপুজী, তুমি আমার প্রেরণা

"Dear Bapu (Mahatma Gandhi), You inspire me"

বাপুজী মেরী প্রেরনা

বয়স সীমা ঃ

অনূর্ধ্ব ১৮ বছর

ঊর্ধ্ব ১৮ বছর

পত্রের মধ্যে অবশ্যই লিখুন ঃ

'আমি অঙ্গীকার করছি যে আমি অনূর্ধ্ব ১৮ বছর / ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে'

জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ 15.08.2017

একটি Postal Envelop এ A4 পৃষ্ঠায় অনধিক ১০০০ শব্দে পত্র লিখুন

অথবা

একটি Inland letter card-এ অনধিক ৫০০ শব্দে পত্র লিখুন

এবং পাঠান এই ঠিকানায়

To
Bapu / Mahatma Gandhi
C/o- Chief Postmaster General
West Bengal Circle
Yogayog Bhawan, Kolkata-700012

আপনার বাসস্থানের নিকটবর্তী আলিপুর হেড পোষ্ট অফিসের নির্দিষ্ট ডাকবক্সে (letter box) ফেলুন অথবা পোষ্টমাস্টারের কাছে জমা দিন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

Office of the Sr. Postmaster
Alipore Head Post Office, Kolkata-700027
Phone No. 24791955 / 24791644

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মজে ভারতীয় ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ক্রিকেটে এখন তিনিই যে শেষ কথা ফের একবার প্রমাণ করলেন রবি শাস্ত্রী। সৌরভ, শচীন, লক্ষ্মণদের বেছে দেওয়া বোলিং কোচ জাহির খানের জায়গায় অবলীলায় নিজের পছন্দের (কোটার) ভরত অরুণকে এ জায়গায় নিয়ে এলেন তিনি। বলাবাহুল্য রবির এই অশাস্ত্রীয় কাজে মদত জোগালেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের আরেক অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব তথা ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বস্তুত শাস্ত্রী-কোহলি যোগসাজশে অভিজ্ঞ জাহিরের থেকে মাত্র কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ভরত অরুণকেই যোগ্য মনে হল নির্বাচকদের। এছাড়া ব্যাটিং কোচ তথা শাস্ত্রীর তল্পিবাহক হিসেবে ফের বহাল হলেন আরেক 'তথাকথিত অপরিচিত' নাম সঞ্জয় বাঙ্গার। যথারীতি এখানে উপদেষ্টা কমিটি বেছেছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের নাম। যদিও দ্রাবিড়কে বিদেশে ব্যাটিং উপদেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে বলে একটা ক্ষীণ আশা এখনও রয়ে গিয়েছে। ফিল্ডিং কোচ হিসেবেও সেই শাস্ত্রীয় বচন মেনে শ্রীধরকে শামিল করা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ায়।

মোহনবাগান রত্ন পাচ্ছেন সুব্রত

মলয় সুর : অবশেষে 'ঘরের ছেলে'র মর্যাদা পেলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। যাবতীয় বিতর্ক, দূরত্ব মুছে সুব্রতকেই বেছে নিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। এবারে মোহনবাগান রত্নের জন্য তাঁকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে চালু হয়েছিল 'মোহনবাগান রত্ন'। ১৬ বছর পর সুব্রত 'রত্ন' হলেন। কাকতালীয় ভাবে বাগানে বাবলুর জার্সির নম্বর ছিল ১৬। সেই সংখ্যার সঙ্গে যেন মিলে গেলেন সুব্রত। বাবলুদাকে ফোনে ধরলে বলে দিলেন, যখন যেভাবে পেরেছি মোহনবাগানকে সাফল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সদস্য-সমর্থকদের জন্য খেলেছি। কিছু পাওয়ার জন্য নয়। মোহনবাগানের মতো বড় প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মান পেয়ে ভালো লাগছে। তিনি আরও জানান, ১৯৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সই করেছিলেন মোহনবাগানে। তখন শ্যামনগরে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন চুনি গোস্বামী, গজু বসু।

সেই সময় আমাদের বাড়ি বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিল। এঁদের কথা খুব মনে পড়ছে। বাবলুদা কখনও অন্য ক্লাবে খেলেননি। ২৯ জুলাই (শনিবার মোহনবাগান দিবসে মোহনবাগান মাঠে বিরাট স্টেজ করে এই অনুষ্ঠান হবে) সেদিন প্রাক্তন মোহনবাগান খেলোয়াড়রা এবং ছোটদের প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে সিনেমা জগতের অভিনেতারা প্রীতি ম্যাচে অংশ নেবেন। থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com